এবার মক্কার আশেপাশে থাকতে পারবেন না হজযাত্রীরা

সারে-জমিন

বসিরহাটে এসপি অফিস ঘেরাওকে ঘিরে খণ্ডযুদ্ধ

সাধারণ

যে নীতি মায়ানমারকে ভেঙে দিতে পারে

সম্পাদকীয়

মুঘল আমলে গ্রন্থাগার

রবি-আসর

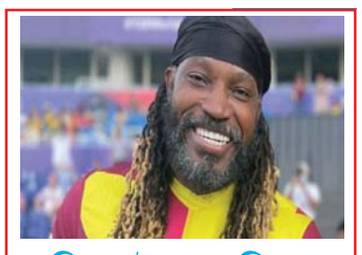

ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দিতে ভারত-পাকিস্তানই ভরসা: ক্রিস গেইল

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
৩ মার্চ, ২০২৪
১৯ ফাল্গুন ১৪৩০
২১ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 61 ■ Daily APONZONE ■ 3 March 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

শিল্পপতিদের ১.৬ লক্ষ কোটি ঋণ মকুব কেন্দ্রে, কিন্তু কৃষকদের জন্য কিছু নয়: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেসের ‘ভারত জোড় নয়া যাত্রা’ রাজস্থানের ধোলপুর থেকে শুরু হয়ে মধ্যপ্রদেশে এগিয়ে চলেছে। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে যাত্রা, পাঁচ দিনের বিরতির পরে শনিবার আবার শুরু হয় এবং প্রচুর ভিড় দেখা যায়। রাহুল গান্ধি এবং দলের নেতারা যাত্রার জন্য জনসমর্থন, বিশেষত মধ্যপ্রদেশের মেরিনা এবং গোয়ালিয়রে জনসমর্থনে খুব খুশি। বৃষ্টি সত্ত্বেও, হাজার হাজার মানুষ রাহুল গান্ধীকে এক ঝলক দেখার জন্য রাস্তায় সারিবদ্ধ ভাবে থকেন।

ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা চলাকালীন রাহুল গান্ধি তার ভাষণে বলেন, বিজেপি এবং আরএসএস ঘৃণা, হিংসা ও ভয় ছড়াচ্ছে, তাই কংগ্রেস ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ করেছে। বিজেপি মানুষকে বিভক্ত করছে, অন্যদিকে কংগ্রেস সবাইকে এক করছে। এটা ভাবনার লড়াই। দেশে বিদ্বেষ ছড়ানোর কারণ হলো ‘অন্যায়’। দেশে ‘অবিচার’ চলছে। তাই ‘ভারত জোড়া যাত্রা’-তে ‘ন্যায় শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। রাহুল গান্ধি বলেন, আজ ভারতের ২২ জন মানুষের কাছে ভারতের জনসংখ্যার ৫০%-এর মতো সম্পদ রয়েছে। দেশের সবচেয়ে দরিদ্রতম ৫০ শতাংশ দেশের সম্পদের মাত্র তিন শতাংশ এবং দেশের সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ দেশের ৬০ শতাংশ সম্পদের মালিক। এটা অর্থনৈতিক অবিচার। আজ, বেকারত্ব ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের তুলনায় ভারতে বেকারত্ব অনেক বেশি। এটি ঘটেছে কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নোটবন্দি এবং জিএসটি কার্যকর করেছিলেন। লোকেদের কর্মসংস্থানকারী ছোট ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিটি সেক্টরে মাত্র তিন থেকে চারজনের আধিপত্য। আদানিকে দেশের সম্পূর্ণ মালিকানা দেওয়া হচ্ছে।

তিন-চারজন লোকের পুরো সম্পদ লুট হয়েছে। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকারী ছোট ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। বেকার যুবকদের ভারতের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

রাহুল গান্ধি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শিল্পপতিদের ১.৬ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মকুব করেছেন, কিন্তু কৃষকদের এক টাকাও নয়। আজ কৃষকরা ফসলের এমএসপি দাবি করছে, কিন্তু বিজেপি বলছে এমএসপি দেওয়া হবে না। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার আসার সাথে সাথে কৃষকদের ফসলের সহায়ক মূলের আইনি গ্যারান্টি দেওয়া হবে। সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রাহুল গান্ধি বলেন, দেশের ৫০ শতাংশ ওবিসি, ১৫ শতাংশ দলিত এবং ৮ শতাংশ উপজাতি। এগুলি মোট জনসংখ্যার ৭৩%। কিন্তু এই শ্রেণীর কোথাও কোন অংশীদারিত্ব নেই। পুরো সুবিধাটাই গুটিকয়েক শিল্পপতিকে দেওয়া হচ্ছে মোদি সরকারে আমলে। তাই সামাজিক ন্যায়বিচারের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হল বর্ণভিত্তিক আদমশুমারি। যেদিন জাতভিত্তিক আদমশুমারি হবে, জনসংখ্যার ৭৩ শতাংশ অংশীদারিত্ব পেতে শুরু করবে।

শুরু হল দু’দিন ব্যাপী আল আমীন উৎসব

প্রাক্তনীদের স্মৃতি রোমন্থনে হৃদয় ছোঁয়া পরিবেশ আল আমীনে

খলতপুরে আল আমীন মিশন উৎসবে প্রাক্তনীদের সমাহারে মধ্যমণি সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম

এম মেহেদী সানি ● খলতপুর

আপনজন: কয়েক দশক ধরে বিশেষত সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের মেধার উৎকর্ষের বিকাশ ঘটিয়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে চলেছে আল আমীন মিশন। সেই আল আমীন মিশনের মূল ক্যাম্পাস হাওড়ার খলতপুরে দুদিন ব্যাপী বার্ষিক “আল আমীন উৎসব’-এর সূচনা হল শনিবার। প্রতিবছর আল আমীন উৎসবের আয়োজন করে মিশন কর্তৃপক্ষ, কিন্তু এবছর কিছুটা ব্যতিক্রমী ভাবে আল-আমীন উৎসব আয়োজন করেন প্রাক্তনীরাই। বিশিষ্ট চিকিৎসক আল আমীন প্রাক্তনী শেখ হাম্মাদুর রহমানের তত্ত্বাবধানে সংগঠিত প্রাক্তনীরা এ বছর আল আমীন উৎসবের আয়োজন করেন।

এবছরের উৎসবে তেমন কোন বিশিষ্ট অতিথি না থাকলেও প্রাক্তনী এবং বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে মহা সাড়ম্বরে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

প্রাক্তনীদের তরফে এ দিন আল আমীনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম ও সুপারভাইজার মারুফ আজমকে সংবর্ধিত করা হয়। এছাড়াও ২০২৩ সালে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল সার্ভিস, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের উজ্জ্বল কৃতিদেরও সংবর্ধিত করা হয়।

ওই সময় আল-আমীন মিশনের বর্তমান শিক্ষার্থীরা উচ্ছ্বাস ফেটে পড়ে। আল-আমীন উৎসবে শামিল হয়েছিলেন বহু শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা। সবমিলিয়ে উৎসবের মেজাজ ছিল খলতপুর আল-আমীন মিশনের বিশাল সুদৃশ্য ক্যাম্পাসে। শনিবার ছিল সেই উৎসবের সূচনার দিন। শেষ হবে রবিবার।

তবে আল আমীনের এই সমাবর্তনে মিশন সম্পাদক নুরুল ইসলামকে নিয়ে প্রাক্তনীদের স্মৃতি রোমন্থনে এক হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া পরিবেশ তৈরি হয়।

আল আমীন উৎসবে প্রাক্তন ছাত্র দিলদার হোসেন অতীত স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানে বলতে থাকেন, ‘রাজ্যে শিক্ষা মানচিত্রে মহীরুহে পরিণত হওয়া আল আমীন মিশনের বর্তমান রূপ স্বর্ণোজ্জ্বল হলেও সৃষ্টির ইতিহাসটা বেশ লড়াই সংগ্রামের ১৯৯০ দশকের শুরুর কথা, স্যার আমাকে নিয়ে চললেন কলকাতায়, একটি সোনার দোকানে গিয়ে পকেট থেকে একটি কয়েন বের করে দিলেন বিক্রির

বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম

জন্য। প্রথমে বুঝে উঠতে না পারলেও পরে স্পষ্ট হল সেটি ছিল সোনার কয়েন। বিক্রি বাটা সম্পন্ন হলে ফিরে আসলাম ক্যাম্পাসেই। এম নুরুল ইসলাম স্যারের কথা বলছি, যার হাতে খলতপুরে গড়ে উঠেছে আল আমিন মিশন, তখন মিশনের বয়স ৫-৬ বছর। শিক্ষকদের বেতন না দিতে পেরে মায়ের জমানো সোনার কয়েন গুলো একের পর এক বিক্রি করেছেন নুরুল ইসলাম স্যার আমরা তার সাক্ষী।’ প্রাক্তন ছাত্র দিলদার হোসেনের মুখ থেকে এমনই লড়াই সংগ্রামের স্মৃতিকথা শুনে চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না হার না মানা আল-আমীন মিশনের এই প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। স্যারের চোখে জল দেখে মুহূর্তেই প্রাক্তনী থেকে বর্তমান প্রায় সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের চোখগুলো ছল ছল করে ওঠে। মিশন প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যে চরম সংকটের মধ্যে পড়তে হয় এম নুরুল ইসলামকে যার সাক্ষী তৎকালীন ছাত্রছাত্রীরা। শনিবার প্রাক্তনী পুনর্মিলন উৎসবে এসে তাদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সে সময়ের একাধিক ঘটনার কথা উঠে আসে। ১৯৯১ সালে মুর্শিদাবাদ জাকাত সংগ্রহের জন্য মুর্শিদাবাদ গিয়ে ডাকাত দলের মুখে পড়েও প্রাণে বেঁচে আসার ঘটনাও তুলে ধরেন প্রাক্তনীরা। ১৯৯০ দশকেই একটা সময় আর্থিক সমস্যার কারণে মিশনের ছাত্রদের জন্য ক্রয় করা চালের দাম দিতে পারছিলেন না এম নুরুল ইসলাম। প্রায় দিন পাওনাদার এসে ছোট বড় কথা শুনিয়ে যেতেন নুরুল ইসলামকে। একদিন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে জমানো টাকা থেকে সবাই দু-এক টাকা করে দিয়ে পাওনাদারের টাকা শোধ করতে সহায়তা করেছিলেন আজকের প্রাক্তনীরা। মঞ্চে বসে প্রাক্তনীদের এই সমস্ত স্মৃতি কথা শুনতে শুনতে অবিরাম কেঁদেই যাচ্ছিলেন আল আমীন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক নুরুল সাহেব। এম নুরুল ইসলাম এ নিয়ে বলেন, আজ আমি অনেকটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি। যাদের মধ্যে আবেগপ্রবণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, তারাই অতীতকে মনে রাখবে। আর অতীত, ইতিহাসকে যদি মনে না রাখতে পার, তাহলে ইতিহাস তৈরি করতে পারবে না। আল্লাহপাকের কাছে আমি এই দোয়া করব, যেন তোমরা আগামী দিন ইতিহাস রচনা করতে পারো। মঞ্চে ও সামনে যারা রয়েছ, একদিন তাদেরকে নিয়েও ইতিহাস রচিত হবে।

এদিন সন্ধ্যায় এম নুরুল ইসলামের উপস্থিতিতে মিশন প্রাক্তনীরা ‘শান্তি নীড়’-এর প্রেক্ষাগৃহে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শামিল হন। যার অন্যতম বিষয় ছিল সাফল্যের কৌশল, সমাজকে উন্নত করার পদক্ষেপে আল-আমীন মিশনের প্রাক্তন ছাত্রদের ভূমিকা গ্রহণ। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে নুরল ইসলাম ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মারুফ আজম, মাকসুদ গোরি, আবু সালহে, কাজী আব্দুল বসির, হাসান সাহেব, মহিনুদ্দিন সাহেব প্রমুখ। সেই সঙ্গে রাজ্য দেশ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত আল আমীন প্রাক্তনীদের সমাহারে আল আমীন মিশনে বসেছিল চাঁদের হাট। বুঝিয়ে দিচ্ছিল যেন শিক্ষা ও শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রেমীদের প্রতি নিবেদিত প্রাণ আল আমীন মিশন। আর সেখানকার ‘কর্নেল জেনারেল’ এম নুরুল ইসলাম তখন নিজ হাতে গড়া উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপী সফলদের দেখে আনন্দের হাসির পাশাপাশি চিক চিক করে উঠছিল চোখের কোন। এদিন আল-আমীন প্রাক্তনী বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারদের পাশাপাশি হবু ডাক্তারদের ভিড়ে মুখরিত ছিল খলতপুর আল-আমীন মিশন প্রাঙ্গণ।

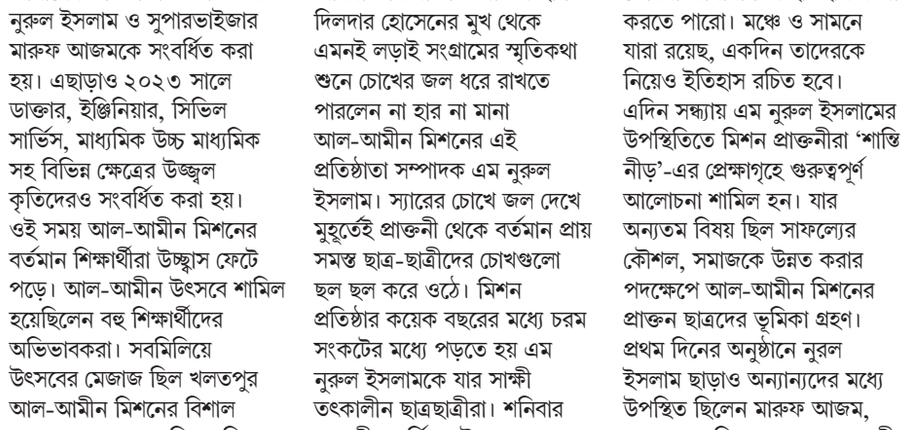

প্রাক্তনীদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে জনাকীর্ণ আল আমীন মিশন উৎসবের সভাস্থল

তৃণমূলের সাধারণ কর্মী হিসেবে থাকতে চান কুনাল

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র পদে আর থাকতে চান না কুণাল ঘোষ। একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে থাকতে চান।

শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র পদে ইস্তফা দেওয়ার পর শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় কুনাল দাবি করেন, তার মুখপাত্র হিসেবে দেওয়া ইস্তফা তৃণমুল কংগ্রেস গ্রহণ করেছে। এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কুনাল লেখেন, ‘‘আমি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্রের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলাম । খবর পেয়েছি, শুধু মুখপাত্র থেকে ইস্তফার অংশটি গ্রহণ করা হয়েছে।’

এর পাশাপাশি কুনাল আশাপ্রকাশ করেন, তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক পদে ইস্তফা দেওয়ার আর্জিও গ্রহণ করবে। সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, দলের কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ, সাধারণ সম্পাদক পদ থেকেও ইস্তফাটি গ্রহণ করা হোক। আমি ওই পদে থাকব না । আমি শুধু কর্মী হিসেবে থাকব।’ উল্লেখ্য, তিন কয়েক আগে উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে কুনাল সোশ্যাল মিডিয়া তার ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সেই সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় তার বায়ো থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্রের পদের উল্লেখ মুছে দেন। এরপর তাকে নিয়ে জল্পনা শুরু হয়, তিনি দলবদল করছেন কিনা। যদিও তা গুজব বলে অভিহিত করেন।

মতুয়াদের নিয়ে কোনও বাক্য নেই মোদির মুখে

‘দিদি’র নাম না করে সমালোচনা তৃণমূলের

আপনজন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুই দিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিন শনিবার কৃষ্ণনগরে সভা করেন। এদিন কৃষ্ণনগরের বহিষ্কৃত লোকসভা সাংসদ মহুয়া মৈত্র আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেন। বরং কৃষ্ণনগরে বিজয় সংকল্প যাত্রার দ্বিতীয় দিনে বাংলায় ক্ষমতাসীন তৃণমূলের উপর তোলাবাজ (তোলাবাজ) ঠোঁটে আক্রমণ তীক্ষ্ণ করে আগামী লোকসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে ৪২টি আসন চান তিনি।

এর আগে ২০১৯ সালে রাজ্যের ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছিল ১৮টিতে। রাজ্যের ক্ষমতাসীন মমতা বন্দোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছিল ২২টি আসনে। কংগ্রেস ২টি আসন পেলেও বাম দল কোনো আসনে জয় পায়নি।

এবারের আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গত বছর বলেছিলেন, রাজ্যের ৩৫টি আসনে জিততে চায় বিজেপি। আর আজ প্রধানমন্ত্রী মোদি একধাপ এগিয়ে রাজ্যের ৪২টি আসনেই জয়ের লক্ষ্য বেঁধে দিলেন।

নরেন্দ্র মোদি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ৪২ আসনের সব কটিতে জয় তাঁদের লক্ষ্য। সরাসরি মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সমালোচনা না করে তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস মানে দুর্নীতি, বিশ্বাসঘাতকতা, ভ্রষ্টাচার, অত্যাচার ও পরিবারতন্ত্র। এই ভ্রষ্টাচারের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে হবে।

একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের পর মোদি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ‘তুমি, আমি এবং দুর্নীতি আর দুর্নীতি।’

এদিন সকালে মোদি যখন কলকাতার রাজভবনে ছিলেন, তখন বহিষ্কৃত কৃষ্ণনগর সাংসদ তাঁর প্রাক্তন নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রায় ৭৮ কিলোমিটার দূরে করিমপুরে ছিলেন।

শনিবার সকালে ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে মহুয়া বলেন, করিমপুরে রমেন ঘোষের দোকানে দলপুরি দিয়ে সকাল শুরু করলাম। আমার প্রিয়। প্রধানমন্ত্রী মোদিজি, আসুন, কিছু খেয়ে নিন। তবে, এদিন মোদি লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত সদস্য মহুয়ার কোনও নাম নেননি। অবশ্য বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁদের ভাষণে মহুয়াকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন।

এদিন মোদি তার ভাষণে শুধু মহুয়া নয়, দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নেননি। যদিও তিনি তৃণশূলের চরম সমালোচনা করেন। মোদির দৃষ্টি ছিল কোনও ব্যক্তির দিকে নয়, বাংলার শাসক দল এবং সরকারের নীতির দিকে। তবে, সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হল মতুয়াদের খাসতালুক বলে খ্যাত কৃষ্ণনগরে দাঁড়িয়ে একবারও মতুয়াদের নাম নেননি। অমিত শাহ জোর গলায় শীঘ্রই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ চালু করার কথা বললেও মোদির মুখে মতুয়াদের নিয়ে টুঁ শব্দটিও শোনা যায়নি। যদিও মোদি সন্দেশখালি নিয়ে সরব হন। নরেন্দ্র মোদি বলেন, মা-মাটি-মানুষের কথা বলে নারীদের ভোট নিয়েছে তৃণমূল, কিন্তু উন্নয়ন করেনি।

সন্দেশখালীতে নারীদের ওপর অত্যাচার করেছে। নারীদের প্রতিবাদের কথা শোনেনি। রাজ্য সরকারও চায়নি তৃণমূলের নেতাদের গ্রেফতার করতে।

মানুষের আন্দোলন ও দাবির মুখে রাজ্য পুলিশ সন্দেশখালীর ত্রাস তৃণমূলের নেতা শেখ শাহজাহানকে ৫৫ দিন পলাতক থাকার পর গ্রেফতার করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, তৃণমূল তাদের শাসনামলে এই বাংলার মানুষকে নিরাশ করেছে। এখন এই বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকার কুশাসনে কাঁপছে। রেশন বণ্টনে দুর্নীতির কথা উল্লেখ করে মোদি আরও বলেন, টিএমসি সরকার এই বাংলার ১০০ দিনের কাজে ২৫ লাখ ভুয়া জব কার্ড তৈরি করে অর্থ লুটপাট করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার স্কিমকে স্কাম বানিয়েছে।

টিভি চ্যানেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা সত্যের জয়: মাহমুদ মাদানি

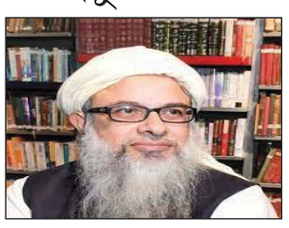

আপনজন ডেস্ক: আপনজন ডেস্ক: জমিয়ত উলামা হিন্দের সভাপতি মাওলানা মাহমুদ আসাদ মাদানি টিভি চ্যানেলগুলির বিরুদ্ধে নিউজ ব্রডকাস্টিং অ্যান্ড ডিজিটাল স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি (এনবিডিএসএ) দ্বারা নেওয়া সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলিকে প্রতি সত্যের নিদর্শন হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন মিডিয়ায় সখ্যালঘূদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিন্তু দেশের ওপর রাজনৈতিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে এ ধরনের কর্মসূচিকে শুধু চালাতে দেওয়া হয়নি, উৎসাহিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এনবিডিএসএ টিভি চ্যানেল নব ভারত টাইমস, নিউজ ১৮-এর বিরুদ্ধে আচরণবিধি ও সম্প্রচার মানগুলির গুরুতর লঙ্ঘনের উল্লেখ করেছে। গত দুই বছরের হিন্দি এবং আজতক ‘মুসলিম-বিরোধী’ ভিডিওগুলি সরানোর নির্দেশ জারি করেছে এবং জাতিগত ও ধর্মীয় সম্প্রীতির নির্দিষ্ট নির্দেশিকা তুলে ধরে জরিমানা আরোপ করেছে। মাওলানা মাহমুদ মাদানী এনবিডিএসএ এর উদ্যোগকে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার দিকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

মোজাদ্দিদে যামান, কুতুবুল আলম, আমীরুশ শরীয়াহ পীর মোহাম্মদ শাহ সুফি

হযরত পীর **আবু বকর সিদ্দিকী**

দাদা হুজুর কেবলা (রহ.)

ঈসালে সওয়াব মাহফিল

২১, ২২, ২৩ ফাল্গুন ● ৫, ৬, ৭ মার্চ

পীরজাদা সাউদ সিদ্দিকী

পীরজাদা মোসফেকিন সিদ্দিকী

*পাক মাহফিলে আগত সমস্ত মেহমানদের জানাই মোবারকবাদ।
*মজলিসে যোগদান করে অশেষ সওয়াবের হকদার হন।
*ঈসালে সওয়াবে পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতে নামাজ আদায় করুন।
*মাহফিলের পবিত্রতা ও আদব রক্ষা করুন।
*সকাল -সন্ধ্যা জেকেরের মজলিসে শরিক হন।
*এই মাহফিলে মহিলাদের আসা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ।
*এই মজলিস কোন উৎসব বা মেলা নয়, এটি মহান ইসালে সওয়াব মাহফিল।
*সভায় নেশাকর দ্রব্য সেবন করবেন না।

প্রথম নজর

পোস্ট কার্ডে স্থান বাঁকুড়ার ঐতিহ্যর

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: এবার বিষ্ণুপুর পোস্ট কার্ডে স্থান পেল বাঁকুড়ার একাধিক ঐতিহ্য, পাশাপাশি সীলমোহরের স্থান দেওয়া হল ব্রিটিশ আমলে তৈরি বিষ্ণুপুর পোস্ট অফিসকে, এই দুয়েরই এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল । বিষ্ণুপুর যদু ভট্ট মঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো বিষ্ণুপুর পোস্ট কার্ডে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন ঐতিহ্যের ছবি, যেমন রয়েছে বাঁকুড়া টেরাকোটা, ডোকরা, শঙ্খ শিল্প ইত্যাদি। অন্যদিকে ডাক বিভাগের সীলমোহরে এবার থেকে থাকবে ব্রিটিশ পিরিয়ডের তৈরি বিষ্ণুপুর ডাক বিভাগ অফিসের ছবি। এই পোস্ট কার্ড ও সিলমোহরের এদিন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো উদ্বোধন করলেন সাউথ বেঙ্গল রেজওয়ান কলকাতা, পোস্টমাস্টার জেনারেল কুজুর, উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।
ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয় এবার থেকে বিষ্ণুপুর পোস্ট অফিসে এই রং বেরঙের বাঁকুড়ার ঐতিহ্যের ছবি দেওয়া পোস্ট কার্ড ব্যবহার করা হবে। এমনকি বিষ্ণুপুর ডাক বিভাগে ক্যান্সলেশন যে সিলমোহর ব্যবহার করা হবে এই শিলমোহরে থাকবে ব্রিটিশ পিরিয়ডের তৈরি বিষ্ণুপুর পোস্ট অফিসের ছবি।

আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধৃত ৪ ডাকাত

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: ডাকাতি করার আগে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, ধারালো অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ৪ ডাকাত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার সারিতলা মাঠ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় হরিহরপাড়া থানার পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই এলাকায় সাত থেকে আটজনের একটি ডাকাতের দল জড়ো হয়েছিল সেখান থেকে চারজনকে আটক করে তাদের কাছে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় একটি ওয়ান সাটার পিস্তল,দু রাউন্ড গুলি সহ ধারালো অস্ত্র। বাকিরা পুলিশ গাড়ি দেখে পালিয়ে যায় বলে জানা যায়। পুলিশ সূত্রে ধৃত ব্যক্তিদের নাম জানা যায় তারক কর্মকার, মিরাজুল শেখ, কালিপদ হালদার, সনজিৎ দাস। ধৃতদের মধ্যে তিনজনের বাড়ি হরিহরপাড়া স্বরূপপুর এলাকায়।

দিনমজুর সাকিরুল নেট-এ ১৭ তম স্থান করে তাক লাগালেন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: দারিদ্রতা কোন প্রতিবন্ধকতা নয়, সেইখান থেকে অনেক বড় জায়গায় পৌঁছানো যায় বারবার বহু মানুষ প্রমাণ করেছেন। নদীয়ার তেহট্টের আশরাফ পুরের এক দিনমজুর পরিবারের ছেলে সাকিরুল সেখ সর্বভারতীয় নেট পরীক্ষায় ১৭ তম স্থান করে গোটা ভারতবর্ষকে তাক লাগালো। বাবা তেহট্টের শ্যামনগর হাটে গাড়িতে কলা তুলে দু পয়সা রোজগার করে ছেলেকে পড়াশোনা করিয়েছেন। বাবা সমীর সেখ ,মা বেদনা বিবি স্কুলের মুখ দেখেননি। সেই অবস্থায় অসামান্য মেধা সম্পন্ন সাকিরুল সেখ শ্যামনগর সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশন থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক ভালো রেজাল্ট করেন। পরে বহরমপুর কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ৮৫ শতাংশ নাম্বার পেয়ে বিএসসি পাস করেন এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৮২ শতাংশ নাম্বার পেয়ে এমএসসি কমপ্লিট করেন। ভূমিহীন ক্ষেত মজুর পরিবারের এই সন্তানের মাথায় বিপিএল পরিবারভুক্ত হওয়ার কারণে সরকার থেকে দেওয়া এক চিলতে ছাদ এবং সরকার থেকে পাওয়া ইলেক্ট্রিসিটি সম্বল করে সর্বভারতীয় নেট পরীক্ষায় ১৭ তম স্থান দখল করেছেন। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার মুখে হাসির পরিবর্তে কান্না দেখা গেছে। সেটা অবশ্যই আনন্দের কান্না। বাবা-মা পড়াশোনা না করে দিনমজুর করে ছেলেকে পড়াশোনা করার জন্য যে ভাবে সকিরুল কে উজ্জীবিত করেছেন তার জন্য কোন প্রশংসা যথেষ্ট নয়।
সাকিরুল সেখ বলেন স্কুল কলেজ এর মাস্টার মশাইরাও তাকে বহু সাহায্য করেছেন। সাকিরুল প্রমাণ করেছেন দারিদ্রতা কখনোই বড় সমস্যা হতে পারে না ইচ্ছা আর পরিশ্রম থাকলে সাফল্য ধরা দেবেই।

কুরআন হিফজ করার প্রতিষ্ঠানের পথ চলা শুরু হল লালগোলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: এক জাঁক-ঝমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার সদর নশীপুর অঞ্চলের চমকপুর গ্রামে ‘ত্বারতীলুল কুরআন হিফজ ‘ইনস্টিটিউটে’র আনুষ্ঠানিকভাবে পথ চলা শুরু এবং শুভ উদ্বোধন সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়।
অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এর মধ্যে দিয়ে ! তেলাওয়াত করেন ত্বারতীলুল কুরআন হিফজ ইনস্টিটিউট এর শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। হাফসা ইসলামিক ইনস্টিটিউট এর প্রতিষ্ঠাতা ইসমাইল মাদানী সাহেব এই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে এবং কুরআন হিফজ করার গুরুত্ব সম্পর্কে এক নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। আই. আর.হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাননীয় আব্দুর রউফ সিদ্দিকী মহাশয় প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য সুপরামর্শ দিতে গিয়ে বললেন,যে স্টুডেন্টেদের পড়ার প্রতি ফোকাসের পাশাপাশি শরীর স্বাস্থ্যেরও যত্ন নিতে হবে |সেখালিপুর হাই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মাননীয় বদরুদ্দোজা মহাশয় বলেন কোরআন কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে এবং আল্লাহ নিজেই তার হেফাজত করবেন ।
আই.সি.আর.হাই মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক মাওলানা শওকত আলী সাহেব হিফজ প্রতিষ্ঠানর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আই.সি.আর হাই মাদ্রাসার বাংলা বিভাগের সহকারী শিক্ষকমহঃ মোসাররাফ হোসেন এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে বলেন এলাকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোরান হিফজ করার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । মানুষের চেতনার উন্মেষ ঘটেছে, যা ভবিষ্যতের আশা জাগায়! শিক্ষক তাসলিম আরিফ মহাশয় বলেন আজকে একটা কোরআন শিক্ষার ইনস্টিটিউটের পথ চলা শুরু হল যা ;একদিন বটবৃক্ষে পরিণত হবে।

ফুরফুরায় ইসালে সওয়াব শুরু ৫ মার্চ

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: হুগলি ফুরফুরা শরীফের ৩ দিন ব্যপি ঐতিহাসিক ঈসালে সওয়াব শুরু হবে ৫ মার্চ মঙ্গলবার। শেষ হবে ৮ মার্চ সকলে। দরবার শরীফের তরফে জানা গেছে।প্রসানের পক্ষে বলা হয়েছে গত বছরে ৪০ লক্ষ মানুষের ভিড়ের নজির কে ছাপিয়ে যাবে চলতি বছরের এই সভা। এশিয়ার বিখ্যাত এই পবিত্র ধর্মীয় মাহফিলে উপস্থিত হবেন
বাংলাদেশ, অসম ও ত্রিপুরা-সহ উপমহাদেশের অসংখ্য মানুষ।এই তিন দিনে অজস্র ধর্মপ্রান মানুষরা আসবেন নিজেদের আত্মশুদ্ধির জন্য।মোজাদ্দেদে যামান উলিল আমর আমিরুষ শরিয়ত ফুরফুরা শরীফের পীর আল্লামা শাহ আবু বকর সিদ্দিকী ওরফে দাদা হুজুর রহ, নিজে এই ঐতিহাসিক মাহফিল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮৯১সালে।

সেই সময় মাত্র আড়াইসের বাতাসা দিয়ে সভার সূচনা করেছিলেন। তারপর সবটাই এখন ইতিহাস, ঠাঁই পেয়েছে আন্তজার্তিক স্তরে। পির সাহেবদের কাছে আশির্বাদ নিতে আসেন বিভিন্ন দলের রাষ্ট্রনেতারা । এই চত্বর পরিণত হয়েছে সর্বধর্ম সমন্বয়ের মিলন ক্ষেত্র। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনহিতকর কাজ থেকে শুরু করে মহিলাদের শিক্ষার বিকাশের পাশাপাশি সমাজ সংস্কারের অসামান্য অবদান দাদা হুজুর রেখে গেছেন । সেই গৌরবময় ইতিহাস আজও সমাজকে সমৃদ্ধ করেছে।স্বাধীনতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা সর্বজনীন।বলা যায় মানবকল্যাণের প্রতি ফুরফুরা শরীফের অবদান অনস্বীকার্য। পরম্পরা মেনে এবং পরীক্ষার জন্য বিনামাইকে সভা পরিচালিত হয়, এটাই বিশেষত্ব।
এখানে মহিলাদের আসা ও নেশাকর দ্রব্য সেবন করা নিষেধ। মাজার ও প্রার্থনা স্থান-সহ দর্শনীয় একাধিক জায়গা সেজে উঠেছে। রাস্তার দু’পাশে বিভিন্ন মিস্টি ও পসরার দোকান রয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে দরবারের চারিদিকে নতুন করে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। মানুষের সেবার জন্য পিরসাহেব, অসংখ্য পিরজাদা ও তাঁদের বহুমুখী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোও তৈরি।

পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর গলায় সস্তার রাজনীতি মানায় না: ফিরহাদ হাকিম

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: বাজেটের পুস্তিকাতে একটা ভুল হয়েছে। যে অ্যাডেড অঞ্চলে ফুয়েল চার্জ ৫০০ টাকা করা হয়েছিল, সেই টাকাকে আমরা তুলে দিচ্ছি। কোথাও ফিস লাগবে না। তাই এটা অ্যাডেড অঞ্চলেও থাকবে না বলে শনিবার কলকাতা পুরস্কার বাতিল সাংবাদিকদের জানান মেয়র। ফিরহাদ হাকিম আরো বলেন, বিল্ডিং প্ল্যানিং নিয়ে একটা সমস্যা হচ্ছে। যারা ফিজিক্যাল প্ল্যান অনুমোদনের জন্য দিয়েছিল তাদেরকে ফিজিক্যাল প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। প্ল্যানের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হচ্ছে। যাদের ম্যানুয়াল সি সি নেওয়া হয়েছিল, তাদের কে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সি সি দেওয়া হবে। অনলাইনে সব দেখা সম্ভব হয় না। তাই এটা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হবে বলে জানালেন মেয়র। তিনি বলেন,আমার এক বন্ধুর সম্পত্তি দখল হয়েছে। বারুইপুরে তাদের সম্পত্তি। আমার থেকে সিনিয়র দাদা তার স্ত্রী থাকেন বৃদ্ধা আশ্রম। যে কেয়ারটেকার ছিলেন সে নিজের নামের করে নিয়েছেন। মেয়র বলেন,যেখানে পে এন্ড ইউজ

আছে। তার আসে পাশে বেআইনি ভাবে আছে সেটা ভেঙে দিতে বলা হয়েছে। কারণ অনেক জায়গায় গুটকা খেয়ে ফেলে দিয়ে নোংরা করে দেওয়া হচ্ছে বলে জানান মেয়র। আমরা ডিজিটাল ম্যাপ করছি নিকাশি বিভাগের। এর সাথে জলের একটা ম্যাপ করা হবে। পরবর্তী কালে যারা আসবে, তারা ডিজিটালাইজড মাধ্যমে ১০০বছর পর কলকাতা ম্যাপকে জানতে পারবে। আমি একটা জিনিস বুঝতে পারি না। বিজেপি ভোটের সময় এই ঢোল কেন বাজায়? আমরা তো মতুয়া দের বলেছি যে আপনারা তো বিদেশি নয়। তাহলে আপনাদের ভোটে যে জন প্রতিনিধি সেও তো বেআইনি হয়ে গেল। সে যে বিল পাস করল সেও বেআইনি হয়ে গেল। মতুয়া কে যদি ক্যান্সেল করতে হয়, তাহলে শান্তনু ঠাকুর ও বেআইনি মন্ত্রী হয়ে গেল। এই ভেদাভেদ কেন হবে আমরা সবাই ভারতীয়। এইগুলোকে নিয়ে কেন ভেদাভেদ হবে। অমিত শাহ বলেছিলেন ৩৫ টি আসন।আগে বলেছিলেন ২০০ পার আবার বলছে ৪০০ পার। এখনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে। তিনিই থাকবেন। সামাজিক সংস্কার করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এইসব হচ্ছে প্রচার। বিজেপি ১০০০ হাজার কোটি টাকা পাচার করেছে বলে অভিযোগ করেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি বরেন, মমতা বন্দোপাধ্যায় হচ্ছে সততার প্রতীক। তারা এইসব প্রচারের জন্য বলছে। বাংলায় যদি তোলাবাজ থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে অভিষেক বন্দোপাধ্যায় বলেছিলেন, সে দোষ করেছে। তাকে শাস্তি দিন। বাংলার মানুষকে কেন বঞ্চিত করছেন ? পাল্টা প্রশ্ন ফিরহাদ হাকিমের। তিনি বলেন,এটা অনেক আগেই সব প্রকল্প হয়েছে। কল্যানী আইমস অনেক আগে হয়েছে। আমি আমি বলা কৃতিত্ব নয়। বলতে হয় আমরা। এই আমি ওনাকে খেয়ে নেবে। প্রধানমন্ত্রী গলায় এই সমস্ত চিপ পলিটিকস মানায় না। যদি অমিত শাহ বলে থাকেন সিএএ তাহলে শান্তনু ঠাকুর বেআইনি মন্ত্রী। আমাদের মানুষ ভোট দেবেন মানুষের মনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন। বাংলার মানুষের বাংলার উন্নয়ন দেখে ভোট দেবে। আমি আগেই বলেছি ওরা কেন্দ্রীয় বাহিনী দিকে তাকিয়ে থাকে নির্বাচন কমিশনের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমরা মমতা দিকে তাকিয়ে থাকি। বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিকে তাকিয়ে আছে তার উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে আছে।

অনলাইন প্রতারণার ক্ষেত্রে বেড়েছে মানুষের সচেতনতা, দাবি পুলিশের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: অনলাইন প্রতারণার ক্ষেত্রে বেড়েছে মানুষের সচেতনতা, দাবি পুলিশের। শুধু তাই নয় , পুলিশের সচেতনতামূলক প্রচারের জন্যই প্রতারিত সাধারণ মানুষ বসে না থেকে সাইবার ক্রাইম থানার সাহায্য নিচ্ছে। যারফলে চলতি বছর মাত্র দুই মাসের ব্যবধানেই অনলাইন প্রতারণা চক্রের হাত থেকে ৭ লক্ষ টাকারও বেশি উদ্ধার করেছে মালদা সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ । গত বছর ১৩ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিল পুলিশ । কিন্তু এবছর দুই মাসের ব্যবধানেই ৭ লক্ষ টাকার ওপরে উদ্ধার করে প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে ফেরাতে পেরেছে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।
পুলিশের এই ভূমিকাই সাধারণ মানুষ অথবা শাসক দলই নয়, বিরোধীদল বিজেপিও ভূয়সী প্রশংসা করেছে।
উল্লেখ্য, মালদা জেলার এক পাশেই রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত। অপরদিকেই রয়েছে দেশের দুই রাজ্য বিহার এবং ঝাড়খন্ড। উত্তরবঙ্গের করিডর বলা হয় মালদাকে। সুতরাং সীমান্তে ঘেরা মালদা জেলায় অপরাধচক্র জাল বিছানোর মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। সেক্ষেত্রে পুলিশি তৎপরতার সাথে অপরাধ দমন অনেকটাই ঠেকাতে সক্ষম হয়েছে। বিগত দিনে অনলাইন প্রতারণার মাধ্যমে অনেকেই প্রতারিত হয়েছেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ প্রতারিতদের টাকা উদ্ধারের পর ফেরত দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

মালদার ইংরেজবাজারের সুভাষপল্লীর বাসিন্দা তথা বিজেপি নেত্রী মৌসুমী মিত্র বলেন , ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে দফায় দফায় মোট ৩৮ হাজার টাকা আমার অনলাইন প্রতারণা চক্রের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে খোয়া যায়। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগে ছিলাম। সাইবার ক্রাইম থানার সাহায্য নি। পুলিশ যেভাবে তৎপরতার সাথে কাজ করেছে, তার প্রশংসা করছি। খোয়া যাওয়া টাকা পুলিশ উদ্ধার করে ফেরানোর ব্যবস্থা করেছে। জেলা পুলিশের প্রচারের জন্যই আমরা সচেতন হয়েছি। ফলে অনলাইন প্রতারণা চক্রের খপ্পরে পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। তাই সাধারণ মানুষকে বলি এরকম ভাবে প্রতারিত হলে পুলিশের সাহায্য নিন।
চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুরের মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা গোলাম মর্তুজা জানিয়েছেন, আমার বৃদ্ধ বাবাকে ফোন করে এই জালিয়াতি চক্র একাউন্ট নম্বর নিয়ে ৪২ হাজার টাকা হাপিস করেছিল। গত ,১৫ দিন আগে এই ঘটনা ঘটলেও সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানায়। তারপরে পুলিশ সেই টাকা উদ্ধার করে দিয়েছে। পুলিশের এই কাজকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। তাই বসে না থেকে প্রতারিত হলেই পুলিশের সাহায্য নিন।
পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, সাইবার অপরাধ দমনে একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি থানাতেও একজন করে টেকনিক্যাল কর্মী রাখা হচ্ছে। বিভিন্নভাবে অনলাইন প্রতারণা চক্রের ধরার জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বয়স্ক মানুষেরাই হয়তো এটিএম কার্ড নম্বর বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে ফেলছেন। এই ধরনের ভুল করবেন না। সেই জন্য বিভিন্ন থানা থেকে সাইবার অপরাধ দমনে বিভিন্নভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে। স্কুল পড়ুয়াদের সাহায্য নিয়েও এই প্রচার চালানো হচ্ছে। অনলাইন প্রতারণা চক্রের দমনে বিশেষভাবে কাজ করছে জেলা পুলিশ। মানুষ আগের থেকে অনেকটাই সচেতন হয়েছে। তাই কোনো ক্ষেত্রে যদি কেউ প্রতারিত হয়ে থাকেন, দ্রুত পুলিশের সহযোগিতা নিন।

নেট প্রতারণা রোধে সচেতনতা শিবির পুলিশের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বাড়ছে দিন দিন সাইবার ক্রাইম এর ঘটনা। প্রতারকদের হাত থেকে বাদ যাচ্ছে না প্রায় কেউই। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক নানাভাবে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন।এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন সচেতনতা মূলক প্রচারের। আর এই বিষয়টি কে মাথায় রেখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পৌরসভার অন্তর্গত খাদিমপুর গার্লস হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হলো সচেতনতা মূলক আলোচনা শিবির। সাইবার ক্রাইম এর পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, নারী পাচার ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপরে এদিন আলোকপাত করা হয় ডিএসপি রাহুল বর্মন সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসার এর উপস্থিতিতে। এবিষয়ে ডিএসপি(ডিইবি) রাহুল বর্মন জানান, ‘দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের তরফে সাইবার ক্রাইম, পস্কো আইন ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে সচেতনতা মূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা জুড়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এই সচেতনতা শিবির করা হয়ে থাকে। মাঝে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলার জন্য এই শিবির কিছুদিন বন্ধ ছিল। আবার আমরা এই শিবির শুরু করেছি। আগামী দিনেওএই শিবির চলবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বারুইপুরে আশা কর্মীদের বিক্ষোভ

সাইফুল লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুরে পয়লা মার্চ থেকে শুরু হয়েছে আশা কর্মীদের কর্ম বিরোধি আন্দোলন। বিভিন্ন দাবিতে দিন কয়েক আগে ডেপুটেশন জমা দেন আশা কর্মীরা।তাদের মূলত দাবি ছিল রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেসব কাজগুলো তারা করে থাকে তা ছাড়া অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন।সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের কোন টিফিনের ব্যবস্থা নেই এবং বাড়েনি মাসের বেতন টুকু।এছাড়া তাদের পোষাকের জন্য ঠিক মত টাকা পান না বলে অভিযোগ। করোনা কাল থেকে তারা যে অতিরিক্ত কাজ করে আসছে স্বাস্থ্যের জন্য সেই বিষয়ে সরকারকে জানালে কোন সুরাহা পাননি আশা কর্মীরা। তাই সরকারের কাছে একগুচ্ছ দাবি নিয়ে ডেপুটেশন জমা দেন। তাদের দাবি না মানলে তারা পয়লা মার্চ থেকে কর্ম বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে জানান আন্দোলনকারীরা।

মাড়গ্রামে ফের কার্তুজ সহ গ্রেফতার দুষ্কৃতি

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: ফের দেশী আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে দখলবাটি মাড়গ্রাম রাস্তায় এক ব্যক্তি সন্দেহজনকভাবে চলাফেরা করছিল। সেই সময় টহলদারিরত পুলিশ আধিকারিক এর সন্দেহ হয়। পুলিশ ওই ব্যক্তির সঙ্গে কথা বললে তার কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক তার তল্লাশি করলে একটি দেশী আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়। সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তিকে আটক করে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম সাকুড্ডি শেখ(৪৪) বাড়ি রামপুরহাট থানার দখলবাটি গ্রামে।
ধৃত ব্যক্তির উপর অস্ত্র আইন অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়। ধৃত ব্যক্তিকে শনিবার রামপুরহাট মহাকুমা বিশেষ আদালতে পেশ করেছে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। তবে কি কারনে আগ্নেয়স্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জনগর্জন সভার প্রচারে চলছে দেওয়াল লিখন

ইসরাফিল বৈদ্য ● বারাসত

আপনজন: বাংলার প্রতি লাগাতার কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, ১০০ দিনের কাজ,আবাস যোজনা, রাস্তা ও একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের টাকা অন্যায়ভাবে বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১০ মার্চ জনগর্জন সভায় ব্রিগেড চলোর ডাক দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। হাড়োয়ায় তৃণমূল এই জনগর্জন সভার প্রস্তুতি নিচ্ছে জোরালো ভাবে। প্রচারসূচীর অঙ্গ হিসাবে শনিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষের নেতৃত্বে পুরো ব্লক জুড়ে প্রচার অভিযানে দেওয়াল লিখনের পাশাপাশি ফ্লেক্স,ব্যানার, ফেস্টুনে ছয়লাপ। শুক্রবার হাড়োয়া বিধানসভার অন্তর্গত কীত্তিপুর -২, অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দেওয়াল লিখনে হাত লাগান পঃবঃ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি তথা স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য ও কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আলি সহ অন্যান্যরা।

বিধায়কের উদ্যোগে উত্তর হাওড়ায় মদের ঠেক বন্ধ হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: এবার বেআইনি মদের ঠেকে হানা দিলেন খোদ বিধায়ক। উত্তর হাওড়ার ওড়িয়াপাড়ার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য। বেশ কয়েকদিন ধরেই এলাকার একটি মুদিখানা দোকানের আড়ালে চলছিল বেআইনি ভাবে মদ বিক্রি। রমরমিয়ে চলছিল মদের ঠেক। স্থানীয়দের থেকে অভিযোগ পেয়ে গোলাবাড়ির পুলিশকে নিয়ে শুক্রবার রাতে হানা দেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। বন্ধ হয় ঠেক। ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়। উদ্ধার হয় বেআইনি বিদেশি মদ।

অশ্রু সজল চোখে শিক্ষকদের বিদায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের আদেশ অনুযায়ী অন্যান্য বিদ্যালয়ের ন্যায় কাঁকরতলা থানার বড়রা হরিজন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেও প্রধান শিক্ষক পদে উন্নিত হয়েছেন সান্তনু সরকার ও রবিলাল মন্ডল নামে দুইজন শিক্ষক।
বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শনিবার উক্ত দুজন সহকারী শিক্ষকদের বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ।বিদায়ী শিক্ষকদের কথা বলতে গিয়ে শিক্ষক সহ ছাত্রছাত্রীরা কান্নায় ভেঙে পড়লেন।পড়ুয়াদের পড়াশোনার সাথে সাথে বিদ্যালয়ের সৌন্দর্যায়ন তথা প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এক অনন্য অবদানের কথা ব্যক্ত করলেন উপস্থিত শিক্ষকেরা।বিদায়ী শিক্ষকদের হাতে এদিন বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ডায়রী,কলম ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়।
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বড়রা হরিজন প্রাথমিক বিদ্যায়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হক কাদেরী,সুকুমার মন্ডল, সেখ মহম্মদ সাবির আলী,পিয়ালীরানী মাজী,অনুপম সাহা, কিরন মন্ডল,বিকাশ ধাওড়ে সহ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

প্রথম নজর

এবার মক্কার আশেপাশে থাকতে পারবেন না হজযাত্রীরা

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছরের জুনে অনুষ্ঠিতব্য হজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত একটি নিয়ম বাতিল করেছে সৌদি আরব। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, হজযাত্রীদের জন্য মক্কার আশেপাশে থাকার স্থান নির্ধারণ করা হবে না।

দেশটির হজমন্ত্রী তৌফিক আল রাবিয়াহ এ তথ্য জানিয়েছেন। খবর গালফ নিউজ।

গত বৃহস্পতিবার গালফ নিউজের প্রতিবেদনে জানানো হয়, মক্কার আশেপাশে ভবনে এখন থেকে থাকতে পারবেন না বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত হজযাত্রীরা। এর বদলে হজযাত্রীরা আবাসিক ভবনে থাকতে পারবেন বলে জানিয়েছে সৌদি আরব সরকার। এরই মধ্যে মক্কায় হজযাত্রীদের জন্য ১ হাজার ৮৬০ ভবনকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

সৌদির সরকারী প্যানেলের তথ্য অনুযায়ী, এসব অনুমোদিত ভবনে প্রায় ১২ লাখ হজ যাত্রী থাকতে পারবেন।

মক্কার ডেপুটি গভর্নর প্রিন্স সৌদ বিন মেশাল বলেন, শাওয়াল মাস পর্যন্ত হজযাত্রীদের জন্য আবাসিক ভবনের লাইসেন্স দেওয়া হবে।

এতে করে পবিত্র নগরী মক্কায় অনুমোদিত লাইসেন্স প্রদান-কৃত ভবনের সংখ্যা ৫ হাজার ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ বছর হজ-যাত্রীদের জন্য গতকাল শুক্রবার (১ মার্চ) থেকে ভিসা প্রদান শুরু করেছে সৌদি কর্তৃপক্ষ। যা আগামী ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। চলতি বছরের ৯ মে থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে হজে যাবেন হজ-যাত্রীরা।

হজ ভিসার কার্যক্রম শুরু করল সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন পবিত্র হজ উপলক্ষে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে সৌদি আরব। গতকাল থেকে শুরু হয়েছে হজের ভিসা ইস্যুর কার্যক্রম। আগামী ২৯ এপ্রিল (২০ শাওয়াল) পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলবে। আর ৯ মে (১১ জিলকদ) থেকে হজযাত্রীদের সৌদি আরব গমন শুরু হবে।

এদিকে এরই মধ্যে হজযাত্রীদের আবাসন নিশ্চিতে এক হাজার ৮৬০টি ভবনকে অনুমোদন দিয়েছে মক্কা নগর কর্তৃপক্ষ। আগামী ৮ মে হজ মৌসুম শুরু হওয়া পর্যন্ত এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচ হাজারে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। ২০২৩ সালে বিভিন্ন দেশ থেকে এক কোটি ৩০ লাখ ৫৫ হাজারের বেশি লোক ওমরাহ করে, যা ছিল সৌদি আরবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যা। আগামী হজ মৌসুম শুরুর আগেই দুই কোটির বেশি মুসল্লি ওমরাহ পালন করবে বলে আশা করছে সৌদি আরব।

একই বছর ২৮ কোটির বেশি মুসল্লি পবিত্র মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ে ও রওজা শরিফ জিয়ারত করে। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৪ জুন পবিত্র হজের কার্যক্রম শুরু হবে।

সৌদি আরবের ভিশন ২০৩০ বাস্তবায়নে হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা দিতে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এরই অংশ হিসেবে সহজেই 'নুসুক' অ্যাপের মাধ্যমে হজ ও ওমরাহর বুকিং দেওয়া যায়।

এমনকি সৌদি আরবে পৌঁছে অ্যারাইভাল ভিসায় ওমরাহ করা যায়। ওমরাহ ভিসার মেয়াদ ৯০ দিন পর্যন্ত বাড়ানো হয়। তা ছাড়া সাউদিয়া এয়ারলাইনসের মাধ্যমে ৯৬ ঘণ্টার ট্রানজিট বা স্টপওভার ভিসা নিয়েও ওমরাহ পালন করা যায়। আর নুসুক অ্যাপের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ই-ভিসা পাওয়া যায়।

এক সপ্তাহ পরেই রমজান শুরু, মসজিদুল হারামে বিশেষ প্রস্তুতি

আপনজন ডেস্ক: সপ্তাহ খানেক পরেই শুরু হচ্ছে পবিত্র রমজান। পবিত্র মাসে সৌদি আরবের মক্কায় অবস্থিত মসজিদুল হারামে পুরো বিশ্ব থেকে মুসলমানদের আগমন বেড়ে যায়। অনেকেই মহিমান্বিত এই মাসে ওমরাহ পালন করতে ভিড় করে মক্কায়। এ সময়ে পবিত্র গ্র্যান্ড মসজিদে মুসল্লি ও ওমরাহ যাত্রীর ঢল নামে।

এ সময় মুসল্লিদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ, ভেতরে ও আশপাশের স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, জরুরি বর্জ্য অপসারণসহ নানা সেবা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে মক্কা নগর কর্তৃপক্ষ। এরই মধ্যে প্রয়োজনীয় জনবল ও সরঞ্জাম গঠন করা হয়েছে।

সৌদি টিভি আল-ইখবারিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন মক্কা মেয়রের মুখপাত্র উসামা জাইতুনি। জাইতুনি জানান, মক্কায় ১৮ হাজার প্রধান ও ছোট সড়ক, ৫৮টি টানেল ও ৭০টি সেতু রয়েছে।

এসব রাস্তার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে বড় নেটওয়ার্ক রয়েছে, যা সব সময় পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার রাখতে হয়। পাশাপাশি মক্কার দোকান ও রেস্তোরাঁর সব কিছুর বৈধতা নিশ্চিত করতে হয়।

পবিত্র রমজান মাসে মুসল্লিদের সংখ্যা বাড়ায় এসব স্থানের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১১ মার্চ পবিত্র রমজান শুরু হবে।

এ মাসে বিশ্বের অসংখ্য মুসলিম ওমরাহ পালন করে। গত বছরের জুলাইয়ে হজের পর নতুন ওমরাহ মৌসুম শুরু হয়। গত বছর এক কোটি ৩০ লাখ ৫৫ হাজারের বেশি মুসলিম ওমরাহ পালন করে।

আগামী হজ মৌসুম শুরুর আগেই দুই কোটির বেশি মুসল্লি ওমরাহ পালন করবে বলে আশা করছে সৌদি আরব।

রমজানের শুরু থেকেই হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের আশা বাইডেনের

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন পবিত্র রমজান মাসের শুরু থেকেই হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হবে বলে আশা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির জন্য আলোচনা চলার মধ্যে এমন আশাবাদ জানালেন বাইডেন।

আর কয়েক দিন পরই রমজান মাস শুরু হতে যাচ্ছে। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের তীব্রতা কমাতে সহযোগিতা করার জন্য বাইডেনের ওপর চাপ ক্রমাগত জোরদার হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, রমজান মাস শুরু হওয়ার আগে যুদ্ধবিরতি চুক্তির ব্যাপারে তিনি আশাবাদী কি না। জবাবে তিনি বলেন, 'আমি তেমনটাই আশা করছি। আমরা এখনো জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। '

প্রস্তাবিত চুক্তি অনুযায়ী, রমজান মাসের শুরু থেকে সব সামরিক কার্যক্রম ৪০ দিনের জন্য বন্ধ থাকবে। এ আলোচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত একটি সূত্রের কাছ থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানতে পেরেছে।

প্রস্তাবে প্রতি ১০ জন ফিলিস্তিনি কারাবন্দীকে মুক্তির বিনিময়ে ১ জন করে ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া-সংক্রান্ত চুক্তির কথাও বলা হয়েছে।

সম্প্রতি গাজায় ত্রাণ সংগ্রহের জন্য জড়ো হওয়া শতাধিক মানুষ নিহত হওয়ার পর সেখানকার মানবিক পরিস্থিতির উন্নয়নে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে। গাজা উপত্যকার শাসনক্ষমতায় থাকা হামাস অভিযোগ করেছে, ইসরায়েলি বাহিনী বেসামরিকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। তবে ইসরায়েল বলছে, তাদের সেনারা সতর্কতামূলক গুলি ছোড়ার পর বেশির ভাগ মানুষই হুড়োহুড়ি করার সময় পদপিষ্ট হয়েছে। ওই ঘটনার পর গাজা উপত্যকায় উড়োজাহাজ থেকে ত্রাণ ফেলার ঘোষণা দিয়েছেন বাইডেন। বলেছেন, 'নিরীহ মানুষেরা ভয়াবহ যুদ্ধের কবলে আছে, তারা তাদের পরিবারকে খাওয়াতে পারছে না। আর তারা যখন ত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করছে, তখন কী পরিস্থিতি হচ্ছে, তা আপনারা দেখেছেন। তবে আমাদের আরও বেশি কিছু করা উচিত। যুক্তরাষ্ট্র আরও বেশি পদক্ষেপ নেবে। '

জাতিসংঘের হিসাব অনুসারে, গাজা উপত্যকার প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ বর্তমানে দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে আছে। উড়োজাহাজ থেকে ত্রাণ ফেলার পরিকল্পনা নিয়ে সমালোচনা করেছে ত্রাণ সংস্থাগুলো। তারা বলছে, এটি ব্যয়বহুল ও অপর্যাপ্ত পদক্ষেপ।

ইসরায়েলি গণহত্যায় সবুজ সংকেত দিয়েছে আমেরিকা: ইলহান ওমর

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর গণহত্যা চালাতে ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্র সবুজ সংকেত দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মার্কিন কংগ্রেস সদস্য ইলহান ওমর। তিনি তেল আবিবের প্রতি ওয়াশিংটনের সামরিক সহায়তাকে 'রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সহিংসতা' বলে উল্লেখ করেছেন।

মিনেসোটা থেকে নির্বাচিত এই ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি ওয়াশিংটন ডিসিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন। ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের ব্যাপক হারে হত্যাকাণ্ড এবং ১০ লাখেরও বেশি মানুষের বাস্তুহারা হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন ইলহান ওমর।

কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই ইসরায়েলের কাছে অতিরিক্ত অস্ত্র সাহায্য পাঠানোর জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, এই প্রশাসন ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর গণহত্যার সবুজ সংকেত দিয়ে একজন নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতে পারে না। ইসরায়েলের অস্ত্রভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে দেওয়া কোনো পররাষ্ট্রনীতি নয়। এটি সেইসব নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সহিংসতা যারা শুধুমাত্র শান্তিতে বেঁচে থাকতে চায়।

মার্কিন এই আইনপ্রণেতা বলেন, আমরা যদি সত্যিকার অর্থে মানবতাকে রক্ষা করতে চাই, গাজার নিরপরাধ মানুষকে বাঁচাতে চাই, পণবন্দিদেরকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে চাই এবং সর্বোপরি শান্তি প্রতিষ্ঠা করার আশা রাখি তাহলে আমাদেরকে এই মুহূর্তে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে।

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি নৃশংসতার ব্যাপারে আমেরিকাসহ বিশ্ব নেতাদের নীরবতায় অসন্তোষ প্রকাশ করে ইলহান ওমর বলেন, বাস্তব কোনও পদক্ষেপ না নিয়ে মুখে মানবাধিকারের বুলি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বিভেদ ভুলে ঐক্যের ঘোষণা দিল হামাস- ফাতাহ

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘদিনের অহিনকুল সম্পর্ক ভুলে গিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এক হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ফিলিস্তিনের দুই রাজনৈতিক গোষ্ঠী হামাস ও ফাতাহ। রাশিয়ার মস্কোতে আয়োজিত এক আলোচনার মধ্য দিয়ে বিরল এই ঐক্যের ঘোষণা দিল ফিলিস্তিনি সংগঠনগুলো। বৃহস্পতিবার রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে ওই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যেকার বিভেদ ভুলে এক হওয়ার প্রস্তাবে রাজি হয়েছে হামাস, ইসলামিক জিহাদ, ফাতাহ ও অন্য ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীরা। সংবাদমাধ্যম আরব নিউজের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, চলমান যুদ্ধে কীভাবে ইসরায়েলকে মোকাবিলা করা যায় এবং যুদ্ধের পরে কর্মপরিকল্পনা কী হবে, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয় মস্কোতে। ফিলিস্তিনের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শাতায়েহ তার পদত্যাগের পর ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ঐক্যের ডাক দেন। এরপরই মস্কোতে মিলিত হয় গোষ্ঠীগুলো। শুক্রবার মস্কো থেকে এক বার্তায় ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলো জানায়, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (পিএলও) অধীনে আবারও একই ব্যানারের নিচে আসছে সবাই। সবগুলো পক্ষই এবার ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একমত প্রকাশ করেছে। যদিও হামাস ও ইসলামিক জিহাদকে সন্ত্রাসী বাহিনী হিসেবে ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র পশ্চিমা দেশগুলো। যদিও পিএলও'র সরকারকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেয় তারা।

এর আগেও হামাস ও পিএলও-কে একসঙ্গে আনার নানা চেষ্টা ব্যহত হয়েছে। তবে সর্বশেষ রাশিয়ার উদ্যোগে এই চেষ্টা সফল হলো। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফাতাহ ও হামাসসহ ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতের সবগুলো পক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে রাশিয়া। যদিও ইসরাইলের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক এখন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। প্রথম থেকেই গাজায় ইসরাইলের বর্বর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে আসছে রাশিয়া। অপরদিকে একাধিকবার ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে দেশটি। ইসরাইলের হামলা থামাতে জাতিসংঘে প্রস্তাবও উত্থাপন করেছিল মস্কো।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে বাইডেন-ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে সফর করেন। বাইডেন একটি দ্বিদলীয় অভিবাসন প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করতে কংগ্রেসকে আহ্বান জানিয়েছেন। এই প্রস্তাব সিনেটে পাশ হয়নি। এদিকে, ট্রাম্প জোর দিচ্ছেন অভিবাসন প্রত্যাশীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের দিকে।

অনুমোদন ছাড়াই প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার অভিবাসন-প্রত্যাশী যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করছে, তাই মনে করা হচ্ছে নভেম্বরে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হতে চলেছে। খবর ভয়েস অব আমেরিকার

বাইডেন টেক্সাসের ব্রাউন্সভিলেতে গিয়েছিলেন। এই অঞ্চল দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে অভিবাসন-প্রত্যাশীরা, তবে সাম্প্রতিক কয়েক বছরে অনুপ্রবেশ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

সীমান্ত-পরিস্থিতি বিষয়ে প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক ও সীমান্ত সুরক্ষা, নাগরিকত্ব ও অভিবাসন বিভাগ এবং অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ বিভাগ। তারপর তিনি গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য রাখেন।

বাইডেন বলেন, 'তাদের একান্তভাবে আরও সংস্থান দরকার। দ্বিদলীয় সীমান্ত নিরাপত্তা চুক্তি আমেরিকার জনগণের জন্য একটা জয় এবং টেক্সাসের মানুষের জন্য এটা একটা জয়। যারা বৈধভাবে এখানে এসে জীবন শুরু করতে চায় তাদের জন্য এটা ন্যায়সঙ্গত ব্যাপার।

বাইডেন চান, কংগ্রেস সীমান্ত এজেন্ট ও আশ্রয় বিষয়ক কর্মকর্তাদের জন্য আরও অর্থ অনুমোদন করুক। কংগ্রেস যদি সক্রিয় না হয় তাহলে সীমান্ত বন্ধ করার জন্য আরও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে তিনি নির্বাহী নির্দেশে স্বাক্ষর করতে পারেন।

বাইডেন বলেন, এই ইস্যু নিয়ে রাজনীতি করার পরিবর্তে আমরা কেন সবাই একত্রিত হয়ে এটা মীমাংসা করে ফেলছি না?...আমরা আমেরিকার জনগণের জন্য কাজ করি, ডেমোক্রেটিক দল বা রিপাবলিকান দলের জন্য নয়। আমরা আমেরিকার জনগণের জন্য কাজ করি।

ট্রাম্প প্রায় ৫০০ কিলোমিটার (৩১১ মাইল) দূরে টেক্সাসের ঈগল পাস পরিদর্শন করেন। টেক্সাসের রিপাবলিকান গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট রিও গ্রান্দে পার হয়ে আসা অভিবাসীদের আগমন রুখতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪৬ মি.

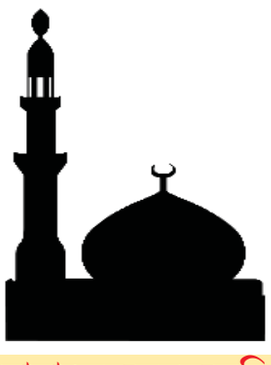

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৫	৫.৫৬
যোহর	১১.৫৪	
আসর	৪.০২	
মাগরিব	৫.৪৬	
এশা	৬.৫৫	
তাহাজ্জুদ	১১.১১	

কেনিয়া ও হাইতির মধ্যে নিরাপত্তা চুক্তি

আপনজন ডেস্ক: কেনিয়া ও হাইতি শুক্রবার একটি নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। নাইরোবি আশা করছে, চুক্তির অধীনে অশান্ত ক্যারিবিয়ান দেশটিতে অপরাধী চক্রের সহিংসতা মোকাবিলায় জাতিসংঘ সমর্থিত শান্তিরক্ষা মিশনের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এক হাজার পুলিশ কর্মকর্তাকে পাঠানোর পরিকল্পনার বিষয়ে দেশীয় আদালতের আপত্তি পূরণ করবে। আন্তর্জাতিক সহায়তার জন্য পোর্ট-অব-প্রিন্স এবং জাতিসংঘের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কেনিয়া প্রথমে স্বেচ্ছায় হাইতিতে এক হাজার পুলিশ কর্মকর্তা পাঠায়।

এবার সামরিক ইউনিফর্মে আগুন দিলেন মার্কিন সেনারা

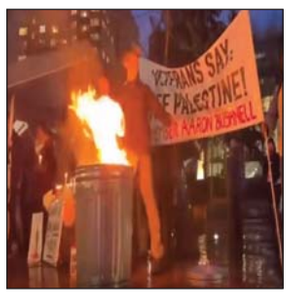

আপনজন ডেস্ক: এবার গায়ে আগুন দিয়ে মার্কিন বিমান বাহিনীর আত্মহননকারী সদস্য অ্যারন বুশনেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজেদের সামরিক পোশাকে আগুন দিয়েছেন আমেরিকার কিছু সাবেক সেনা সদস্য।

অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল যে বর্বর আগ্রাসন, গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ চালাচ্ছে তার প্রতিবাদে বুশনেল গত রবিবার ওয়াশিংটন ডিসির ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তার এই পদক্ষেপের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মার্কিন সাবেক সেনারা নিজেদের পোশাকে আগুন দেন। এর মধ্যদিয়ে মূলত তারা ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থনের প্রতিবাদ জানালেন।

শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ফুটেজে দেখা যায়- কয়েক ব্যক্তি একটি ট্র্যাশ ক্যানের ভেতরে পেট্রোল ঢেলে তার মধ্যে নিজেদের সামরিক পোশাক ফেলে আগুন ধরিয়ে পোড়াচ্ছেন। সেখানে অবস্থান করা লোকজনকে ফিলিস্তিন মুক্ত করার পক্ষে স্লোগান দিতে শোনা যায়। ট্র্যাশ ক্যানের ভেতরে বেশ কয়েক ব্যক্তি নিজেদের সামরিক পোশাক ফেলে পুড়িয়ে দেন। যেখানে সামরিক পোশাকে আগুন দেওয়া হয় সেখানে ফিলিস্তিন মুক্ত করার পক্ষে স্লোগান সম্বলিত ব্যানার দেখতে পাওয়া যায়।

আফগানিস্তানে ব্যাপক তুষারপাত, নিহত ১৫

আপনজন ডেস্ক: প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত দেশ আফগানিস্তানে গত তিন দিনের টানা ভারী তুষারপাতে ১৫ জন মারা গেছেন। আহত হয়েছেন আরো ৩০ জন। রাস্তাঘাট বন্ধ হওয়া ও গবাদি পশুর ক্ষয়ক্ষতির কারণে দিশেহারা দেশটির তুষারপাত কবলিত এলাকার বাসিন্দারা। তুষারপাতের কারণে গবাদি পশুর ক্ষতি হচ্ছে। বালখ ও ফারিয়াব প্রদেশে তুষারপাতে প্রায় দশ হাজার গবাদি পশু মারা গেছে বলেও জানানো হয়। তীব্র তুষারপাতের ফলে সালাং গিরিপথসহ আফগানিস্তানের অনেক প্রধান পরিবহন রুট বন্ধ হয়ে গেছে। এ কারণে ঘোর, বাদঘিস, গজনি, হেরাত এবং বামিয়ানের মতো বিভিন্ন প্রদেশে ঢোকা যাচ্ছে না। আফগান গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মোহাম্মদ আশরাফ হকসেনাস রাস্তা বন্ধ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সার-ই-পুলের বাসিন্দা আব্দুল কাদির উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, 'খুব ভারী তুষারপাত চলছে। মানুষজন তাদের গবাদি পশুর ক্ষতির কারণে উদ্বিগ্ন। অনেক রাস্তাতেই ভারী তুষারপাতের কারণে চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। ' স্থানীয় আরেক বাসিন্দা আমানুল্লাহ এমন দুর্যোগ পরিস্থিতিতে সরকারি সহায়তার দাবি জানিয়ে বলেন, 'যারা আটকা পড়েছে তাদের ক্ষুধার্ত গবাদি পশুদের জরুরি সহায়তা প্রয়োজন। '

দক্ষিণ কোরিয়ায় আন্দোলনরত চিকিৎসকদের কাজে ফেরার নির্দেশ জারি

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ায় আন্দোলনরত ১৩ চিকিৎসককে কাজে ফেরার আদেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়। মূলত ৯ হাজার চিকিৎসকের আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারাই কাজে ফেরার আদেশ পেয়েছেন। এভাবে আদেশ জারি চিকিৎসকদের আন্দোলনের বিষয়ে দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের কঠোর অবস্থানকেই নির্দেশ করে। স্বাস্থ্যব্যবস্থার সংস্কার দাবি করে দেশটিতে চিকিৎসকরা আন্দোলন করছেন।

স্বাস্থ্যখাতে চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কাজ থেকে ওয়াকআউট করেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার কয়েক হাজার জুনিয়র ডাক্তার। পদত্যাগও করেছেন অনেক চিকিৎসক। জানা গেছে, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে ১৩ চিকিৎসকের লাইসেন্স নাম্বার ও হাসপাতালের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের কাজে ফিরতে বলা হয়েছে, অন্যথায় লাইসেন্স বাতিল অথবা সাজার মুখোমুখি হতে হবে। এর আগে দেশটির সরকার কাজে ফেরার জন্য চিকিৎসকদের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, প্রায় নয় হাজারের মতো চিকিৎসক কাজে ফেরার আহ্বানকে উপেক্ষা করেছেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৬১ সংখ্যা, ১৯ ফাল্গুন ১৪৩০, ২১ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি

নির্বুদ্ধিতা

আমরা বিশ্বে কঠিন অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া যাইতেছি। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বব্যাপী নানান জাতিগোষ্ঠীর ও ব্যক্তিপর্যায়েও মানসিক চাপ বাড়িতেছে। মানসিক চাপ এমন একটি কঠিন অবস্থা–যাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে তাহার নানা রকমের খারাপ লক্ষণ সমাজ সংসারে দেখা যায়। ব্যক্তি পর্যায়ে মানসিক চাপ আমাদের শরীরকে ভিতরে ভিতরে ধসাইয়া দিতে পারে। ইহা এক অর্থে নীরব ঘাতক। দিন যত যাইতেছে, ততই যেন আধুনিক জীবনের সঙ্গে মানসিক চাপ ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া যাইতেছে। বিশ্বময় এত অশান্তি, এত যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঘরে-বাহিরে, পথে-পথে, পদে-পদে এত সমস্যা যে, মনে হইতে পারে–এই সময়ের মানুষরা যেন ইহকালেই দোজখের রিহার্সেল করিতেছে। এই ক্ষেত্রে নিভৃতে নিরিবিলি আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজেকে এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে–এত স্ট্রেস বা মানসিক চাপ লইয়া বাঁচা যায় কী করিয়া? সমস্যার তো শেষ নাই। অবস্থা এমন যে, যায় দিন ভালো আসে দিন খারাপ। কিন্তু তাহার পরও কথা আছে। কথাটি হইল–অনেক জ্ঞানীগুণীর মতে, আধুনিক জীবনে স্ট্রেস বা মানসিক চাপ হইল আমাদের কর্মের চালিকাশক্তি। অর্থাত্ মানসিক চাপ হইল ঘানি। আর সেই ঘানি আমাদের ভিতর হইতে নিংড়াইয়া কর্মরস বাহির করে। এই জন্য আধুনিক জীবনটা যেন অনেকটা প্রেশার কুকারের মতো–যাহাতে অল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে কার্য হাসিল করা হয়। কিন্তু সেই প্রেশার কখনোসখনো ভয়ংকর বিপদও ডাকিয়া আনে। আমরা দেখিতেছি, পৃথিবীর দিকে দিকে যুদ্ধ যেন প্রতিদিন অস্থিরতার নূতন ইতিহাস রচনা করিয়া চলিতেছে। সেই অস্থিরতায় বিশ্বের সকল দেশেরই সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর মানসিক সমস্যা দেখা দিয়াছে। বাংলাদেশও উহার বাহিরে নহে। তরুণরা যেহেতু স্বপ্নের কারিগর হয়, তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া থাকে দীর্ঘ জীবন। সেই কারণে জীবনের নিয়মে তাহাদের উদ্বেগ-উত্কণ্ঠাও অধিক থাকে।

জগতে বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের সংকটাপন্ন অবস্থা তৈরি হইয়াছে। এমনকি বিখ্যাত মণীষীরাও জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবল মানসিক চাপে পিষ্ট হইয়াছেন। এই অবস্থায় সবচাইতে জরুরি বিষয় হইল–প্রথম নিজেকে জানা। প্রকৃত আত্মোপলব্ধি থাকিলে প্রবল মানসিক চাপের একটি 'সেফটি ভাল্ব' তৈরি হইয়া যায়, প্রেশার কুকারের মতো। তাহাতে ভয়ংকর বিপদ হইতে বাঁচা যায়। উদ্বেগের ক্ষেত্রে উইনস্টন চার্চিল বলিয়াছেন, 'যখন আমি আমার সমস্ত উদ্বেগের দিকে ফিরিয়া তাকাই, তখন আমার সেই বৃদ্ধের গল্পটি মনে পড়ে যে তাহার মৃত্যুশয্যায় বলিয়াছিলেন যে, –তাহার জীবন দুশ্চিন্তাজনিত কষ্টে জর্জরিত ছিল, যেইসকল দুশ্চিন্তার প্রায় কোনোটাই কখনো ঘটে নাই। ' লেবাননের কবি খলিল জিবরান মনে করিতেন, 'আমাদের উদ্বেগ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া আসে না, বরং আসে ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচেষ্টা হিসাবে। ' এই ক্ষত্রে অত্যন্ত তাত্পর্যপূর্ণ উক্তিটি করিয়াছে হ্যারি পটারের স্রষ্টা জে কে রাউলিং। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, 'কোনো কিছুতে ব্যর্থ না হইয়া বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। ' সুতরাং ব্যর্থতা জীবনেরই অংশ। ইহারও মূল্য রহিয়াছে। যখন মনে হয়, টানেলের শেষ প্রান্তেও কোনো আলো নাই–তখন অবশ্যই জানিতে হইবে যে, ইহা শতভাগ মিথ্যা। কারণ, আমরা কখনোই আমাদের 'ভবিষ্যৎ' জানি না। ভবিষ্যতের বিষয় সম্পর্কে কেবল মহান সৃষ্টিকর্তা জানেন। আল্লাহ ছাড়া ভবিষ্যতের বিষয়ে কেহ কিছু জানেন না। আমরা যাহা যেইভাবে ভাবি না কেন–তাহা কখনোই সেইভাবে হয় না। অতীতেও হয় নাই, ভবিষ্যতেও হয় নাই। সুতরাং টানেলের শেষ প্রান্তে অবশ্যই আলো রহিয়াছে। শুধু প্রশ্নটা হইল, টানেলটা কতখানি লম্বা এবং আপনি সেই লম্বা টানেল পাড়ি দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন কি না, কিংবা ভয় পাইতেছেন কি না। এই ক্ষেত্রে সবচাইতে সহজ ভাবনা হইল–টানেলের পথ লইয়া ভাবিয়া দেখিবার দরকার নাই, কখনো না কখনো আলো তো আসিয়া পড়িবেই–এই বিশ্বাস রাখিয়া আগাইয়া যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হইয়া বুদ্ধিমানের কাজ না করিয়া হতাশ হওয়া সবচাইতে বড় নির্বুদ্ধিতা। অতএব, নিজের উপর বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

• • • • • • • • • • • • •

দিল্লি দাঙ্গায় আক্রান্তদের বিচার পাওয়ার লড়াই শেষ হচ্ছে না/২

ভারতের দিল্লির উত্তর-পূর্ব অংশে ২০২০ সালে দাঙ্গা হয়েছিল। চার বছর আগে ২৩শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা ওই দাঙ্গায় মৃত্যু হয়েছিল ৫৩ জনের। চারদিন ধরে চলা দাঙ্গায় জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অনেকের বাড়িঘর ও দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। দিল্লি পুলিশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নিহতদের ৪০ জন মুসলিম এবং ১৩ জন হিন্দু। এই দাঙ্গার শিকার এবং তাদের পরিবারের ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই কিন্তু আজও চলছে। লিখেছেন **উমঙ্গ পোদ্দার (বিবিসি বাংলা)**।

উমর খালিদ এবং এফআইআর নং ৫৯

দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল অ্যান্ড ক্রাইম ব্রাঞ্চ বলছে দিল্লি দাঙ্গার পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র ছিল। এর সূত্রপাত হয়েছিল ২০১৯ সালে সিএএ এবং এনআরসির বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সময়।

এই ষড়যন্ত্রের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে এফআইআর নম্বর ৫৯/২০২০-তে যার তদন্ত করছে ক্রাইম ব্রাঞ্চের স্পেশাল সেল।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব আইনে একটি সংশোধন পাশ করে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আসা ছয়টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, খ্রিস্টান ও শিখ) মানুষদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিধান রয়েছে ওই সংশোধিত আইনে।

এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিক্ষোভ হয়েছে। আদালত বলছে এখনও পর্যন্ত ৫৯ নম্বর এফআইআর-এ ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ছয়জন বর্তমানে জামিনে রয়েছেন। এই মামলার বিচার এখনও শুরু হয়নি।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদকে দিল্লি দাঙ্গার মাস্টারমাইন্ড বলে মনে করছে দিল্লি পুলিশ। তিনি ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে জেলে রয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ইউএপিএ) এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে সন্ত্রাসবাদ, দাঙ্গা এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে।

ইউএপিএ আইনে জামিন পাওয়া সহজ নয়। উমর খালিদের জামিনের আবেদন দু'বার খারিজ করে দিয়েছে দুটি পৃথক আদালত। তার জামিনের আবেদন ২০২৩ সালের মে মাস থেকে ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন ছিল, কিন্তু এই মামলায় এখনও সওয়াল-জবাব শুরু হয়নি।

সুপ্রিম কোর্ট থেকে তার জামিনের আবেদন প্রত্যাহার করেছেন উমর খালিদ এবং জানিয়েছেন তিনি এখন নিম্ন আদালতের দ্বারস্থ হবেন।

উমর খালিদের বাবা সৈয়দ কাসিম রসুল ইলিয়াস বলেন, ১৫-২০ দিন আগে ছেলের সঙ্গে তার কথা হয়। উমর খালিদের মামলার বিচারে দেরি হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আপনারা ভেবে দেখুন, বিনা বিচারে সাড়ে তিন বছর পার হয়ে গেছে। চার বছরেও মামলা শুরু হয়নি। এটা যদি উৎপীড়ন না হয়, তাহলে কী? নিম্ন আদালতে দেড় বছর ধরে জামিন নিয়ে সওয়াল জবাব হয়। এরপর আমরা হাই কোর্টের শরণাপন্ন হই। "

তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, "জামিনের আবেদনকে কেন্দ্র করে ছয় মাস ধরে সওয়াল জবাব চলে এবং তারপর আদেশটি চার মাসের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ২০২৩ সালের মে মাসে মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে তালিকাভুক্ত হয়। মোট ১৪বার তালিকাভুক্ত হয়েছে ওই আবেদন কিন্তু প্রতিবারই স্থগিত হয়েছে। "

"আমি মনে করি পুরো মামলাটাই মনগড়া। মামলা কাঠগড়ায় উঠলে পুলিশ কী ভাবে এর সমর্থনে তথ্য প্রমাণ দেবে সে বিষয়ে কোনও ধারণা নেই। "

তবে উমর খালিদের বাবা জানিয়েছেন, দেশের বিচার ব্যবস্থার ওপর তার পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ

এই চার বছরে, আদালতের শুনানির সময় বহুবার আদালত দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করেছে এবং তাদের তদন্তকে দুর্বল বলেও বর্ণনা করেছে।

দয়ালপুর থানায় ২০২৩ সালের আগস্ট সাসে দায়ের করা এফআইআর নং ৭১/২০ তে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল দাঙ্গা ছড়ানোর অভিযোগে।

সেই মামলার শুনানি সময় বিচারক পুলসত্য প্রমচালা বলেছিলেন, "এই ঘটনাগুলি সঠিকভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হয়নি। শুরুতে করা ভুলগুলো ঢাকতে পক্ষপাতদুষ্ট ও ভুলভাবে মামলার চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। "

তিনজনের বিরুদ্ধে পাথর ছোঁড়া, গাড়িতে আগুন লাগানো, সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

একই সময়ে, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, দিল্লির কারকারডুমা আদালতে, বিচারক বিনোদ যাদব এই তিনজনকে খালাসের সময় মন্তব্য করেছিলেন, "ইতিহাস যদি স্বাধীনতার পর দিল্লির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিকে তাকায়, তবে তদন্তকারী সংস্থাগুলির ব্যর্থতার বিষয়টি চোখে পড়বে গণতন্ত্রের রক্ষাকারীদের। "

"এটাও চোখে পড়বে কীভাবে তদন্তকারী সংস্থাগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেনি। "

এর আগে ২০২২ সালে ভারতের চারজন সাবেক বিচারপতি ও সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব দিল্লি দাঙ্গা নিয়ে একটি তথ্য-অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন।

সেই প্রতিবেদনে দিল্লি পুলিশের তদন্ত নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠে এসেছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, দিল্লি সরকার এবং সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও কড়া মন্তব্য করা হয়েছিল।

প্রতিবেদনটি যৌথভাবে লিখেছেন পাটনা হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি অঞ্জনা প্রকাশ।

তিনি বলেন, "অনেক সাক্ষীর জবানবন্দি দেরিতে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এখন অভিযুক্তদের বয়ানের সঙ্গে এই বয়ানকে (সাক্ষীদের) মেলানোর চেষ্টা করছে দিল্লি পুলিশ। কল্পনা করুন একটি মাকড়সার জাল রয়েছে। মাকড়সার জাল কিন্তু সঠিকভাবে রাখাটা কঠিন বিষয়। এক প্রান্ত ছিঁড়ে গেলে পুরো জালটাই নষ্ট হয়ে যাবে। "

ওই একই তথ্যানুসন্ধানী রিপোর্টে কপিল মিশ্রের মতো বিজেপি নেতাদের দেওয়া ভাষণ সম্পর্কে বলা হয়, তিনি মানুষকে উস্কে ছিলেন, যা হিংসায় ইন্ধন দিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত বিজেপি নেতা কপিল মিশ্রের বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর দায়ের করা হয়নি।

সমাজকর্মী হর্ষ মন্দার দিল্লির পাতিয়ালা আদালতে পিটিশন দাখিল করে বলেছেন, কপিল মিশ্রের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা উচিত।

সেই আবেদন এখনও আদালতে বিচারাধীন।

২০২০ সালের জুলাই মাসে দিল্লি পুলিশ দিল্লি হাইকোর্টকে জানিয়েছিল যে বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র এবং অন্যান্য বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে এমন কোনও প্রমাণ নেই যা থেকে বলা যায় তার বক্তৃতা দাঙ্গায় উস্কানি দিয়েছে।

পুলিশ কী বলছে?

দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ ও মামলার বর্তমান অবস্থা নিয়ে তাদের সঙ্গে একাধিকবার কথা বলার চেষ্টা করেছে বিবিসি।

দিল্লি পুলিশের অতিরিক্ত জনসংযোগ কর্মকর্তা রঞ্জয় অত্রিশ্য বিবিসিকে বলেন, "এখন পর্যন্ত যে তদন্ত হয়েছে তা আইন মেনেই হয়েছে। তদন্ত শেষ করে আমরা বেশ কয়েকটি মামলায় চূড়ান্ত রিপোর্ট দায়ের করেছে। "

"যেহেতু মামলাটির বিচার এখনও চলছে, সেহেতু এটি মহামান্য আদালতের আওতাধীন। যেসব মামলায় তদন্ত চলছে, সেগুলিতে আমরা চূড়ান্ত রিপোর্ট দায়ের করব। দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সে যেই হোক না কেন। "

এই দাঙ্গায় বহু মানুষের জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে কিন্তু নিহতদের পরিবারের ন্যায়বিচারের লড়াই শেষ হচ্ছে না।

কীভাবে দাঙ্গা উস্কে দেওয়া হয়েছিল এবং কারা তাদের প্ররোচনা দিয়েছিল?

দাঙ্গা, তার তদন্তে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ওঠা সওয়াল এবং সেই অভিযোগের বিষয়ে পুলিশ কী পদক্ষেপ নিয়েছে- এমন একাধিক প্রশ্ন রয়েছে। এগুলোর উত্তর এখনও মেলেনি।

সমাপ্ত...

সৌ: বিবিসি (বাংলা)

উমর খালিদের বাবা সৈয়দ কাসিম রসুল ইলিয়াস বলেন, ১৫-২০ দিন আগে ছেলের সঙ্গে তার কথা হয়। উমর খালিদের মামলার বিচারে দেরি হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আপনারা ভেবে দেখুন, বিনা বিচারে সাড়ে তিন বছর পার হয়ে গেছে। চার বছরেও মামলা শুরু হয়নি। এটা যদি উৎপীড়ন না হয়, তাহলে কী? নিম্ন আদালতে দেড় বছর ধরে জামিন নিয়ে সওয়াল জবাব হয়। এরপর আমরা হাই কোর্টের শরণাপন্ন হই। " তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, "জামিনের আবেদনকে কেন্দ্র করে ছয় মাস ধরে সওয়াল জবাব চলে এবং তারপর আদেশটি চার মাসের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ২০২৩ সালের মে মাসে মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে তালিকাভুক্ত হয়। মোট ১৪বার তালিকাভুক্ত হয়েছে ওই আবেদন কিন্তু প্রতিবারই স্থগিত হয়েছে। " "আমি মনে করি পুরো মামলাটাই মনগড়া। মামলা কাঠগড়ায় উঠলে পুলিশ কী ভাবে এর সমর্থনে তথ্য প্রমাণ দেবে সে বিষয়ে কোনও ধারণা নেই। " তবে উমর খালিদের বাবা জানিয়েছেন, দেশের বিচার ব্যবস্থার ওপর তার পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

যে নীতি মায়ানমারকে ভেঙে দিতে পারে

আজিম ইব্রাহিম

মায়ানমার, একদা যে দেশটি গণতন্ত্রের জন্য উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, সেই দেশই এখন সংঘাত, হতাশা ও কর্তৃত্ববাদী শাসনের পাঁকে নিমজ্জিত। গত মাসে দেশটির জান্তা সরকার ২০১০ সালে পাস হওয়া একটি আইন অনুযায়ী দেশটির তরুণদের সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। এর মানে বিদ্রোহের ধাক্কা সামলাতে মায়ানমারের জান্তা সরকার মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বিদ্রোহীরা একের পর এক ভূখণ্ড দখল করছে এবং জান্তা সরকারের ক্ষমতার ওপর চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। বাধ্যতামূলক নিয়োগের সিদ্ধান্তে সামরিক সরকার অনেকটা স্বীকার করে নিল যে দেশের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণের শক্ত মুঠি আলগা হয়ে আসছে।

বিদ্রোহীরা চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করায় এখন জান্তা সরকার তাদের অবস্থান সমুন্নত রাখার জন্য শক্ত পদক্ষেপ নিতে চাইছে। কিন্তু সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগ জান্তা সরকারের শক্তি-সামর্থ্যের প্রকাশ নয়; বরং ভিন্নমতাবলম্বীদের উত্থানের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তা ঠেকাতে তাদের চরম দুর্বলতা ও অক্ষমতার প্রকাশ।

এখনো অবাস্তবায়িত ২০১০ সালের আইন অনুযায়ী, ১৮-৩৫ বছর বয়সী পুরুষদের এবং ১৮-২৭ বছর বয়সী নারীদের দুই বছর পর্যন্ত সেনাবাহিনীকে সেবা দিতে হবে। চিকিৎসক বা অন্য পেশার বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত সেই সেবা দিতে তিন বছরের জন্য।

মায়ানমারের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন জানিয়েছে, বর্তমান জরুরি অবস্থাকালে এই সেবা কমপক্ষে পাঁচ বছর পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। বছরের পর বছর ধরে মায়ানমার সেনাবাহিনী অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা ভোগ করে আসছে। বিরোধীদের কণ্ঠস্বর তারা স্তব্ধ করে আসছে। ভয় ও দমনের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়েছে। যা-ই হোক, দেশটির জনগণের প্রতিরোধ এবং গণতন্ত্রের প্রতি অবিচল অঙ্গীকারের কারণে জান্তা সরকার অপরাজেয় বলে যে বিভ্রম তৈরি হয়েছিল, তা ভেঙে পড়তে শুরু করেছে।

অক্টোবরের শেষ হতে এখন পর্যন্ত সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মায়ানমারের জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো এবং গণতন্ত্রপন্থী যোদ্ধারা ৪০০টির বেশি সেনাঘাঁটি এবং ৩০০-এর বেশি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে।

ফলে সেখানকার জান্তা সরকার অভূতপূর্ব হুমকির মুখে পড়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩১ জানুয়ারি ক্ষমতা দখলের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জান্তা সরকার রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা আরও ছয় মাস বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

মায়ানমারের সীমান্তসংলগ্ন এলাকাগুলোতে জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। সামরিক জান্তাবিরোধী সংগঠনগুলো একত্র হওয়ায় সংঘাত এমন মাত্রায় পৌঁছেছে, যা মায়ানমারের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। বিদ্রোহী বাহিনীগুলো শুধু সামরিক সরকারের প্রতি তাদের বিরোধিতার কারণেই ঐক্যবদ্ধ হয়নি, সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে ফেলে এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের ভিত্তিতে একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য থেকেও তারা একত্র হয়েছে।

এখন জান্তা সরকারের ঘাড়ের ওপর পরাজয়ের ভূত চেপে বসেছে। একেকটা দিন যাচ্ছে আর বিদ্রোহীরা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সাধারণ মানুষের সমর্থন তাদের সাহসী করে তুলছে এবং ন্যায্যতা ও মুক্তির সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে অনুপ্রাণিত করছে। বিপরীতে সামরিক জান্তা ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তারা বলপ্রয়োগ ও দমনপীড়ন চালিয়ে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চাইছে। এমনকি দেশটির সামরিক জান্তার নিয়োগ করা প্রেসিডেন্ট সাবেক জেনারেল মিয়ন্ত সুয়ে সতর্ক করে বলেছেন, তাঁর দেশ বিপজ্জনক রকম বিশৃঙ্খলা ও বিভেদের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে।

অসন্তোষ ও অন্যায্যতার মূল কারণ ধরতে জান্তা সরকার ব্যর্থ হওয়ায় মায়ানমারের সংকটটাই কেবল তীব্র হয়েছে। মায়ানমারকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগ কোনো সমাধান নয়; বরং জান্তা সরকার দেশব্যাপী যে তীব্র বিরোধিতার মুখে তা থেকে নিজেদের ক্ষমতা কোনো রকমে আঁকড়ে রাখার মরিয়া প্রচেষ্টা। নিজ দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে তরুণদের অস্ত্র ধরতে বাধ্য করার মাধ্যমে জান্তা সরকার আরও অসন্তোষ ও বিভাজনের বীজ বুনে চলেছে। তাতে সামাজিক ফাটল আরও গভীর হচ্ছে এবং মায়ানমার ভেঙে যাওয়ার হুমকি তৈরি করছে।

আজিম ইব্রাহিম যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নিউলাইনস ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড পলিসির পরিচালক

আরব নিউজ থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ

প্রথম নজর

১০০ দিনের বকেয়া পারিশ্রমিক পেলেন তেপুলের শ্রমিকরা

এম মেহেদী সানি ● স্বরূপনগর

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই ১০০ দিনের কাজের পাওনা টাকা জবকার্ড হোল্ডারদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । এ টাকা যে রাজ্য সরকারই মেটাল তা জানাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি শুভেচ্ছাবার্তা দেওয়া হচ্ছে উপভোক্তাদের । উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত তেপুল মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উপভোক্তারা সেই শুভেচ্ছা বার্তা পেয়ে কার্যত উচ্ছ্বাসে মাতলেন। তেপুল মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঙ্গীতা কর কুন্ডু জানান, 'গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৬৪৩ জন জব কার্ড গ্রাহকের মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ ছিল ২৯ লক্ষ ১০ হাজার ৬২৯ টাকা। মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি মিটিয়ে দিয়ে নজির গড়লেন।' টাকা পেয়ে তেপুল গ্রামের অধীর চন্দ্র দাস, বাবুরালি সরদার, কনক ঘোষরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে ধন্যবাদ জানান।

শুভেচ্ছা পত্র প্রদান করতে উপস্থিত ছিলেন স্বরূপনগর পঞ্চায়েত সমিতি সহ-সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র কর। এদিন তিনি মমতা সরকারের জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির সুবিধা উল্লেখ করে সাধারণ মানুষকে তৃণমূল সরকারের পাশে থাকার আহ্বান জানান।

পথশ্রী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ধুন্ধুমার, সামাল দিতে গিয়ে চোট বিডিওর

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: কে করবে রাস্তার শিল্যানাস?এই নিয়ে তৃণমূলের সঙ্গে বাম-কংগ্রেস জোটের কর্মী সমর্থকদের ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতি কে কেন্দ্র করে ধুন্দুমার পরিস্থিতি।সেই পরিস্থিতির মাঝেই দুই পক্ষকে শান্ত করতে গিয়ে হাত কাটল বিডিওর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে আইসির নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী। একে অপরের বিরুদ্ধে বিডিও কে হেনস্থার অভিযোগ তুলছে দুই পক্ষই। সমগ্র ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যানন্দপুর গ্রামে।জানা গিয়েছে,পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দকৃত অর্থে ২৬০ মিটার রাস্তা ঢালাইয়ের অনুষ্ঠান ছিল শনিবার বিদ্যানন্দপুরে।একদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে রাস্তা উদ্বোধনের জন্য যান জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধক্ষ্য রবিউল ইসলাম, জেলা পরিষদ সদস্যা মর্জিনা খাতুন সহ অঞ্চল তৃনমূলের সভাপতি এবং নেতা-কর্মীরা।হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি এবং বরুই গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে কংগ্রেস সিপিএম জোটের দখলে।যার ফলে উদ্বোধন নিয়ে শুরু হয় তরজা।অন্যদিকে কংগ্রেস সিপিএম জোটের পক্ষ থেকে রাস্তা উদ্বোধনের জন্য আসেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আবু তাহের সহ স্থানীয় নেতা কর্মীরা।আধিকারিক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডল।কে করবে উদ্বোধন এই নিয়ে তৃণমূলের সঙ্গে জোটের বচসা শুরু হয়। বচসা থেকে হাতাহাতি এবং ধস্তাধস্তি।কার্যত রণক্ষেত্র হয়ে উঠে পরিস্থিতি।বিডিও সেই পরিস্থিতির সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলে তার হাত কেটে যায়।পরবর্তীতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেবদূত গাজমেরের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তৃণমূলের দাবি এই পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা মুখ্যমন্ত্রীর কাজ।তাই তাদের জন-প্রতিনিধি এবং নেতৃত্বরা উদ্বোধনে গেছিলেন।এখানে পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির কোন ভূমিকা নেই। সাথে তৃণমূলের অভিযোগ জোটের নেতা-কর্মীরা বিডিও কে হেনস্থা করেছে।পাল্টা তৃণমূলের দিকে অভিযোগের আঙুল জোটের।হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডল জানান,পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার শিলান্যাসকে কেন্দ্র করে বাম কংগ্রেস জোট ও তৃনমূলের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।ভিড়ের মধ্যে কিভাবে তাঁর হাতটি কেটে গেল সে কিছুই বুঝতে পারেনি।তবে রাস্তার শিলান্যাস আপাতত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লক সভাপতি মর্জিনা খাতুন বলেন ওখানে রাস্তা উদ্বোধনের কাজে জোটের সমর্থকরা বিশৃঙ্খলা তৈরি করে।আর ওদের বিশৃংখলার জায়গায় বিডিও জখম হন।কংগ্রেসের মুখপাত্র আব্দুস সোভান জানান জোটের পঞ্চায়েত সমিতি ঠিক করেছিল এই রাস্তার কাজের উদ্বোধন করবেন এলাকার প্রশাসনিক প্রধান বিডিও সাহেব। কিন্তু শাসক দল এটা চাইনি বলেই গন্ডগোল টা পাকিয়েছে। সিপিএম নেতা প্রণব দাস জানান এগুলো তৃণমূলের সংস্কৃতি। এখন ভোট আসছে, তাই গন্ডগোল পাকিয়ে সব জায়গায় নিজেদের ক্ষমতা জাহের করতে চাইছে।।

বসিরহাটে এসপি অফিস ঘেরাওকে কেন্দ্র করে খণ্ডযুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: বসিরহাটের পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাওকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কান্ড।সিপিআইএমের কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশি হেনস্থার অভিযোগ তুলে কয়েকজন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে পুলিশ সুপারের অফিসে গিয়েই অভিযোগ জানিয়েছিলেন সিপিআইএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী। এসপি অফিসে তখন চার দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে এসেছিলেন ,দোষী পুলিশ অফিসারের শাস্তির দাবিতে। শুক্রবার সেই সময়সীমা শেষ হয়। শনিবার বারবেলায় সিপিএম কর্মীদের নিয়ে অভিযান করেন মীনাক্ষী মুখার্জি। তাদের গতিপথ রোধ করতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। এরপরেই খন্ড যুদ্ধ বাঁধে সিপিএম কর্মী ও পুলিশের সঙ্গে। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছোড়া হয় বলে অভিযোগ।পাল্টা পুলিশ ও লাঠিচার্জ করে।প্রথমে অনুমতি দিয়েও, পরে মেইল করে জানানো হল কোনো জমায়েত নয়। বসিরহাট এসপি অফিসে বামেদের যুব সংগঠন, ডিওয়াইএফআই এর ডেপুটেশন এ এই পরিস্থিতি। কয়েক দফা দাবি নিয়ে বসিরহাট টাউন হল চত্বর থেকে, মিছিল করে ডেপুটেশন এর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ডি ওয়াই এফ আই এর এই যুব সংগঠন। গোটা এসপি অফিস চত্বরে, পুলিশের বিশাল ব্যারিকেড করা হয়। মিছিলে অংশ নেন ডি ওয়াই এফ আই এর, রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জী। সন্দেশখালির নারকীয় এই ঘটনার প্রতিবাদে, বারবার বিক্ষোভ দেখায় বাম যুব সংগঠন। বিগত দিনে সন্দেশখালিতে একাধিকবার আটকানো হয়েছে বাম ছাত্র সংগঠনগুলিকে । তাদের দাবি ছিল শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করতে হবে। শাজাহান গ্রেফতার হলেও, যুব সংগঠনের তাদের আরো কয়েক দফা দাবি সামনে আনে। অবিলম্বে সন্দেশখালি তে অত্যাচারিত মা-বোনেদের সম্মান রক্ষা করার জন্য প্রশাসনকে দায়িত্ব নিতে হবে। এস পি অফিসের সামনে বিশাল পুলিশ বাহিনির সাথে বচসা থেকে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। তারপরই পরিস্থিতি বেগতিক হলে পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। ফলে পরিস্থিতির রণক্ষেত্রে রূপ নেয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

স্বাস্থ্য কর্মীর বিদায় সংবর্ধনা বৈষ্ণবনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মোথাবাড়ি

আপনজন: নিজেদের কর্মে অবিচল থেকে কর্মজীবনে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে অবসর নিলেন ২ মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী দীপিকা দাস এবং গীতি রানি মণ্ডল। তাঁদের ২ জনকে একসঙ্গে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় শনিবার। ৪০ বছরেরও ওপর কাজ করে নিজের কর্মনিষ্ঠায় অবিচল থেকে এসেছেন স্বাস্থ্যকর্মী দীপিকা দাস। তাঁর বিদায় অনুষ্ঠানে কান্নায় ভাসালেন তাঁর সহকর্মীরা। আবেগে ভাসলেন দীপিকাদেবীও। গানে, কবিতায়, ভাষণে নানাভাবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান জমে ওঠে। স্বয়ং সিনিয়র পিএইচ এন উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। বৈষ্ণবনগরের বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে পিএইচএন পদে থেকে অবসর নিলেন তিনি। একইসঙ্গে অবসর নেন আরেক স্বাস্থ্যকর্মী গীতা রানী মণ্ডল। হাজির ছিলেন সিনিয়র পিএইচএন নির্ঝর হালদার প্রমুখ। এএনএম তাসলিমা খাতুন সভা সঞ্চালনা করেন। দীপিকা দাস একজন শৃঙ্খলা পরায়ণ ও কর্মনিষ্ঠ স্বাস্থ্যকর্মী। ১৯৮৩ সালে মোথাবাড়ি এলাকার কুড়িয়াটার ধরমপুরে এএনএম হিসাবে প্রথম যোগদান করেন। সেখান থেকে ২০০৬ সালে পারদেওনাপুর শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সুপারভাইজার হন। পরে কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ও লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সুপারভাইজার পদে ছিলেন। অবসরের আগে তিনি বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে পিএইচএন পদে কর্মরত ছিলেন।

জীববৈচিত্র্য গবেষণার জন্য সম্মানিত শুভময়

নায়ীমুল হক ● কলকাতা

আপনজন: ২৮ শে ফেব্রুয়ারি কলকাতার গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে উদযাপিত হল জাতীয় বিজ্ঞান দিবস ২০২৪।

এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সম্মানিত হলেন মহিষাদল রাজ কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ শুভময় দাস। তিনি ২০২৪ সালের হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা জাতীয় বিজ্ঞান স্মারক সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেন। বায়োলজির সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্য শাখার সঙ্গে সমন্বয় সাধন , জীববৈচিত্রের উপর নিরলস নিরবচ্ছিন্ন এবং নিরন্তর গবেষণা এবং মূলত ডলফিন এর ওপর গবেষণার জন্য তাঁকে এই সম্মান প্রদান। এই সম্মাননা প্রদান করেন ভারতবর্ষের জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ম্যাকাউট এর প্রাক্তন ভি সি অধ্যাপক সৈকত মিত্র ।

সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশান অফ বেঙ্গল এর সম্পাদক সম্পাদক ডঃ সুব্রত রায়চৌধুরী বলেন," ডক্টর শুভময় কে এই সম্মাননা অনেক আগে দিতে পারলে ভালো হত" । পুরস্কার লাভ করার পর অধ্যাপক শুভময় বলেন ,"এই জয় সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের জয়, বিজ্ঞান ভালবেসে ফেলা মফস্বলের ছাত্রছাত্রীর জয়। এখন থেকে দায়িত্ব বাড়লো আরো অনেক বেশি।" মাস্টার মশাইয়ের পুরস্কারপ্রাপ্তির পর ছাত্রছাত্রী এবং কলেজ চত্বরে মহলে খুশির হাওয়া।

ইমাম মোয়াজ্জিন সম্মেলন শিলিগুড়িতে

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● শিলিগুড়ি

আপনজন: উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়ি শহরের অবস্থিত বাংকার মোড় দরগাহ শরীফে অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে ইমাম মোয়াজ্জিন সম্মেলনের আয়োজন করা হয় শনিবার। উত্তরবঙ্গের অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক ডাক্তার বাশির উদ্দিন জানা আমাদের বার্তা একটাই যে আগামী দিনে আমাদের হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক বার্তাকে অর্জন করতে হবে । দাঙ্গা এই পশ্চিমবঙ্গে চলবে না আমরা হিন্দু মুসলিম একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজকে ডেভলপমেন্ট করবো এবং শিক্ষাটাকে আরও উন্নত করা যায় আমাদের মাইনোরটি সমাজের অনেক শিক্ষার হার পিছিয়ে, কেনো পিছিয়ে আমরা ইমাম মোয়াজ্জিন দের দ্বারা পাড়ায় পাড়ায় শিক্ষাটাকে উন্নত করার জন্য এবং প্রতিটা মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যাবস্থা করবো। অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি মুহাম্মদ বাকীবিল্লাহ মোল্লা জানান আমরা আমরা রাজ্যে সরকারের সাথে রয়েছি এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে । আমরা এখান থেকে এই বার্তাই দিচ্ছি যে আগামী যে লোকসভা নির্বাচন রয়েছে আমরা এই লোকসভায় নির্বাচনে আমরা এই সরকারকে সাপোর্ট করছি এবং সাম্প্রদায়িক বিজেপি কে উক্ষাত করার জন্য আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই এবং কাজ চালিয়ে যাবো । উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি মুহাম্মদ বাকীবিল্লাহ মোল্লা, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পাপিয়া ঘোষ, শিলিগুড়ি করপোরেশনের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ছিলেন উত্তরবঙ্গের অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক ডাক্তার বাশির উদ্দিন, অ্যাসোসিয়েশনের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি মোহাম্মদ আশির উদ্দিন, উত্তর দিনাজপুর জেলা সেক্রেটারি মাহিরুদ্দিন আহামদ সহ আরও অনেকেই।

অনির্দিষ্ট কাল কর্মবিরতির ডাক আশাকর্মী ইউনিয়নের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পাঁচ দফা দাবিতে শুক্রবার থেকে অনির্দিষ্ট কাল কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন। পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন ব্লকে এ দিন কর্মবিরতিতে শামিল হন সংগঠনের সদস্যেরা। এদিন দেখা গেলো কেশপুর ব্লকেও আশা কর্মীরা কর্ম বিরতীতে সামিল হতে। তার জেরে মূলত গ্রামীণ এলাকায় প্রসূতি ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রভাব পড়ছে বলে চিকিৎসক ও প্রশাসনের আধিকারিকদের আশঙ্কা। মাসিক ভাতা বৃদ্ধি, অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল দেওয়া, ইনসেন্টিভের টাকা ভাগে ভাগে দেওয়ার পরিবর্তে বকেয়া টাকার দাবি, অতিরিক্ত কাজের জন্য উপযুক্ত ভাতা, পালস পোলিয়ো ও ফাইলেরিয়ার মতো কাজের জন্য ভাতাবৃদ্ধি ও নিয়মিত তা দেওয়ার দাবিতে রাজ্য জুড়ে এই কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে।

দুগ্ধ গবেষণা কেন্দ্রে কিষাণ মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কল্যাণী

আপনজন: নদিয়ার কল্যাণীর রাষ্ট্রীয় দুগ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, এন ডি আর আই-তে শনিবার একদিনের কিষান মেলার আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি দেশীয় প্রজাতির "সাহিওয়াল" গরুর একটি ফার্মের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। জাতীয় দুগ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা ডক্টর ধীর সিং মেলা এবং ফার্মের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন । পরে তিনি জানান, সারাদেশে দুগ্ধ ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দুগ্ধ গবেষণা কেন্দ্র অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে । প্রায় ৮ কোটি মানুষ দুগ্ধ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন । কল্যাণীর জাতীয় দুগ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান ডঃ শান্তনু বণিক জানান, প্রায় দেড়শোটি প্রযুক্তির মাধ্যমে এখান থেকে কৃষকদের বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত কৃষকদের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে । যুগ্ম পরিচালক ডঃ রাজন শর্মা, (গবেষণা) দেশের পূর্বাঞ্চলে দুগ্ধ খাতের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। আতারির-এর পরিচালক ডাঃ প্রদীপ দে, বিসিকেভির ভাইস চ্যান্সেলর ডাঃ গৌতম সাহারা জনসংখ্যার বিশাল বৃদ্ধির সাথে মোকাবিলা করার জন্য পূর্ব ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন । এ দিনের এই কিষান মেলায় প্রায় ৫০০ কৃষক যোগ দেন । মেলায় বারোটি স্টল রাখা হয়েছে । এ দিন বিভিন্ন আইসিএআর ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী, রাজ্যের আধিকারিক, কৃষক সংগঠন, নাবার্ড এবং অন্যান্য সংস্থার আধিকারিকরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন । বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের সমস্যা বোঝা এবং তাদের যথাযথ সমাধান দেওয়া । সভায় বেশ কয়েকজন কৃষক ও নির্বাচিত স্টলকে পুরস্কৃত করা হয়।

ফরাক্কায় আঞ্জুমানের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা আঞ্জুমান এসলাহুল মোসলেমিন সমিতির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে শনিবার দুপুরে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে সূচনা করেন ফরাক্কা আঞ্জুমান এসলাহুল মোসলেমিন সমিতির সম্পাদক লাল মহম্মদ বিশ্বাস।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কা থানার আইসি নীলোৎপল মিশ্র, অর্জুনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিনা বিবি, প্রাক্তন প্রধান লতিফুর রহমান, ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি রেফান আলি, বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক মহম্মদ মনিরুদ্দিন, খোদাবন্দপুর কৃষি সমবায় সমিতির ম্যানেজার মোশাররফ হোসেন, অর্জুনপুর হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সোহরাব আলি, অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মোসারাফ হোসেন, মহম্মদ জুয়েল বিশ্বাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। এদিন সাঁকোপাড়া হল্ট সংলগ্ন অর্জুনপুর প্রোগ্রেসিভ কোচিং সেন্টারে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে ১১ জন মহিলাসহ মোট ১৬৫ জন রক্তদান করেন।

মহিলা তৃণমূলের ডাকে সমাবেশ ফুলতলায়

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুর ফুলতলা মাঠে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে বিশাল মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই মহিলা সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সভানেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা সংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, ও রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক শওকত মোল্লা সহ একাধিক তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়কগণ ও নেতৃত্ব। মহিলা সমাবেশে বক্তৃতা দিতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচর্য্য বলেন,কৃষ্ণনগরে দাঁড়িয়ে সিএএ নিয়ে কোনও আশ্বাস নেই মোদীর। মতুয়াদের জন্য নেই কোন বক্তব্য। চন্দ্রিমা আরও অভিযোগ করেন, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সন্দেশখালিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়েছে, সেটা মানুষ জানে। বারুইপুরের ফুলতলা মাঠে জনসভায় যোগদিতে এসে দাবি করলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা ।

বিরোধী সদস্যরা যোগ দিলেন তৃণমূলে

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: তৃণমূলের জন গর্জন সভার প্রস্তুতি অনুষ্ঠানে নলহাটি এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির তিন জন বিরোধী সদস্য যোগ দিলেন তৃণমূলে। আগামী ১০ তারিখ কলকাতার ব্রিগেডে তৃণমূলের জন গর্জন সভা অনুষ্ঠিত হবে। তারই প্রস্তুতি নিয়ে শনিবার বিকেলে নলহাটি এক নম্বর ব্লকের কিষাণ মান্ডিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নলহাটি এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির তিন জন নির্বাচিত বিরোধী সদস্য তৃণমূলে যোগ দেন। যথাক্রমে নলহাটি এক নম্বর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তথা নলহাটি এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেসের বিরোধী সদস্য সাদ্দাম দেওয়ান, রবি দাস এবং সিপিআইএম থেকে শাহনাজ মুমতাজ। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নলহাটি এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন সংখ্যা ছিল ২৭ টি। সেখানে ২১ টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। বাকি ৬টি আসনের মধ্যে সিপিআই এম তিনটি, কংগ্রেস দুটি এবং বিজেপি একটি আসন দখল করে। এখন ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে নলহাটি এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো ২৪।

মিলাদ-উন নবী নবাবপুরে

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: গত বুধবার ও বৃহস্পতিবার হুগলী জেলার ঐতিহ্যবাহী শতাব্দীপ্রাচীন নবাবপুর হাই মাদ্রাসার (উঃ মাঃ) ১০৬ তম মিলাদ উন নবী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অত্যন্ত সাড়ম্বরে ও উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোঃ ফাসিহুর রহমান সিদ্দিকী জানান, উপস্থি ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক স্বাতী খন্দকার, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ডঃ সুবীর মুখার্জী, শেখ আব্দুল সেলিম, ড: রেজমান মল্লিক, চণ্ডীতলা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মলয় খাঁ, সহ-সভাপতি সনৎ সানকি, চন্ডীতলা ১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ড: দীপাঞ্জন জানা, কর্মাধ্যক্ষ শেখ মোশারফ আলী প্রমুখ।

চন্দননগর আসছে তিন কোম্পানি আধাসেনা

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: প্রথম দফায় চন্দননগর কমিশনারেট এলাকায় আসছে ৩ কোম্পানি আধাসেনা। চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর ও ডানকুনিতে থাকবে এক কোম্পানি করে সীমানা নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ)। জলপাইগুড়ি থেকে বাসে করে আসবে এই তিন কোম্পানি আধাসেনা।

গ্রামীণ এলাকায় এক কোম্পানি করে চণ্ডীতলা এবং আরামবাগে থাকবে। কমিশনারেট সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার তিন কোম্পানিকে আনতে বাস পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবার, মধ্যরাতের মধ্যে বিএসএফ ভর্তি বাসগুলির কমিশনারেট এলাকায় ঢুকে যাওয়ার কথা। চুঁচুড়ার ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে থাকবে এক কোম্পানি বিএসএফ। প্রশাসন সূত্রে খবর, রাজ্যে ভোটের বিজ্ঞপ্তি বা দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা না হলেও, বিভিন্ন জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, গ্রেফতারি বা টাকা উদ্ধারের মতো ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করেছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন।

তপ্ত দুপুরে...

আপনজন: বিএই ফাল্গুনের তপ্ত দুপুরে একটু বিশ্রাম। কলকাতার রাজা রামমোহন রায় সরণির ফুটপাতে ছায়ায় নিজের হাতে টানা রিকশায় সিট খুলে অলস দুপুরে ক্লান্ত শরীরে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া।

তথ্য ও ছবি: মনিরুজ্জামান

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

■ প্রবন্ধ: মুঘল আমলে গ্রন্থাগার

■ নিবন্ধ: আর্থসামাজিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা

■ অণুগল্প: বাংলা মিডিয়াম

■ ছোটগল্প: নিরুত্তর

■ ছড়া-ছড়ি: ডুবন্ত তরী

মুঘল আমলে গ্রন্থাগার

উনিশ শতকের শুরু থেকেই এই উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মী সুলতান আর বাদশাহদের বর্বর এবং বিদেশি দস্যু হিসেবে বর্ণনা আর বিশ্বাস করার অপপ্রয়াস ব্যাপক লক্ষ্যযোগ্য হয়ে উঠেছিল। হাল আমলে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ আর গৈরিক বীভৎসতার উপাসকবর্গ 'তুর্ক-আফগান' এবং 'তৈমুরিয় মুঘল'দের উজ্জ্বল ইতিহাস মুছে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। এমনতরো অসহনীয় রাজনৈতিক এবঅং সামাজিক প্রতিবেশে উপেক্ষিত জমানার গৌরবের আর সৌহার্দের বিষয়গুলো নয়া প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা জরুরী। প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা **খাজিম আহমেদের** এহেন সদর্থক আলোচনা ইতিহাসের যথার্থ সত্যতাকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রত্যেক মুঘল শাসক গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। বিষয়টি থেকে তাঁদের জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহের পরিচয়টি লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে। পুরো সাম্রাজ্যবাপী যে অজস্র কিতাবমহল স্থাপিত হয়েছিল তার পৃষ্ঠপোষকতা বাদশাহি উদ্যোগেই পরিচালিত হোত। অনিন্দ্যসুন্দর তরতাজা হস্তাক্ষর সম্বলিত অসংখ্য পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারগুলোর জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলেছিল। একজন আধুনিক সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে এমন সুবিশাল জ্ঞানভাণ্ডার আধুনিক যুগের কোন সুবিধার ব্যবহার করার সুযোগ না পেয়েও শুধুমাত্র ক্যালিগ্রাফির মারফত সংরক্ষিত হয়েছে তা ভেবে শ্রদ্ধায় শির নত হয়ে যায়। তিনি এর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন 'হিউম্যান পেশন্স', এবং 'গ্রেট হার্ডশিপস'। তার ফলেই সংরক্ষিত হয়েছে পুরোনো এই মহার্ঘ সম্পদগুলো।

ভূমিকা:

হিন্দুস্তান-এ ইসলাম বিশ্বাসী শাসকবর্গের হুকুমত শুরু হয়েছিল ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে। ৬৫০ বছরেরও বেশি ছিল এই শাসনের মেয়াদ। এর মধ্যে ১৮১ বছর মতো ছিল মুঘল জমানা (১৫২৬-১৭০৭)। আধুনিক ঐতিহাসিকবর্গ বিশেষত মার্কসবাদীরা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন যে মুঘল শাসনামল থেকেই ভারতে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছে। অধ্যাপক ইরফান হাবিব একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার মারফত বহু মূল্যবান তথ্য সহকারে এটি প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন যে আকবরের শাসনকাল থেকেই হিন্দুস্তান-এ আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে। নয়া চিন্তা, ধারণা এবং একটি প্রখর শক্তিশালী সাংস্কৃতিক বোধ এতদ্দেশে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। অতীত ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে আসে। যুক্তিবাদী আর বিচার বিবেচনায় আস্থা রাখেন এমন সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, 'আ রেক-থো টুক প্লেস উইথ ইন্ডিয়াজ পাষ্ট'।

বস্তুত মুঘল জমানা বর্ণময় বহুবিধ শিল্প স্থাপত্য, সাহিত্য আর সাংস্কৃতিক চেতনায় যশোগান করা যেতে পারে এমন মানদণ্ডকে ছুঁয়ে ফেলে। শিক্ষা, চিত্রকলা বা শিল্প এবং জ্ঞান চর্চার জন্য কিতাবখানা স্থাপন বৌদ্ধিক আন্দোলনের আকার নিয়েছিল। বাদশাহী আর অভিজাতবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রন্থাগার বা গ্রন্থশালী স্থাপনের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ববাহী করে তুলেছিল। উনিশ শতকী দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে গুপ্তযুগকে যাঁরা 'প্রথম ক্লাসিকাল যুগ' বলতে আগ্রহী তারা মুঘল আমলকে 'দ্বিতীয় ক্লাসিকাল যুগ'-বলে অভিহিত করেন। নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত অ্যাকাডেমিক অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তার তৎকালীন ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য বলে মন্তব্য করেছেন মুঘল জমানার শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কিত ঐতিহাসিক অধ্যাপক এন.এন.ল। তাঁর গ্রন্থটির নাম 'Promotion of learning in India during Mohamedan Rule' মুঘলরা 'টার্কো-ইরানিয়ান' সংস্কৃতির (যাকে 'তাহজীব' এবং 'তামুদ্দন' বলা হয়ে থাকে যথার্থ অর্থে) ঐতিহ্য আর 'লিগেসি'-কে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। সময়, নয়া সংমিশ্রণের প্রক্রিয়া তেরি করে এবং একটি সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতির বিকাশ আর উজ্জীবন ঘটে।

এমনবিধ মানসিক উৎকর্ষতা বিকাশের নানাবিধ মাধ্যম রয়েছে-সেটি উপেক্ষণীয় নয় কিন্তু সাহিত্যচর্চা এবং সেইসব সাহিত্য নির্মাণের সংগ্রহ সন্দেহাতীতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ আর জরুরী বিষয়। বর্তমান আলোচনায় মুঘল জমানার গ্রন্থাগার বা কিতাবখানা সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় করিয়ে দেওয়া গেল। স্মত্য এটি গভীর কোন গবেষণা সন্দর্ভের অংশ নয়। তেমুরীয় বা মুঘল শাসকবর্গের ব্যক্তিজীবন বা কৃতিত্ব বিশ্লেষণে আর সমীক্ষায় মতানৈক্য থাকলেও সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ক আলোচনায় সকলেই একমত পোষণ করেন যে মুঘল জমানা সদার্থক একটি মানদণ্ড স্থির করতে সমর্থ হয়েছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এন.এন. দে এবং ভি. ডি.মহাজন মন্তব্য করেছেন যে মুঘল বাদশাহগণ সাহিত্য-শিল্প ও সংস্কৃতি বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলতঃ তৎকালীন বুদ্ধিজীবী ('আহলে কলম') শ্রেণি তাঁদের মেধা বিকাশের যথার্থ মওকা পেয়েছিলেন। উন্নতরুচি সংস্কৃতি চর্চা আর প্রগতির সঙ্গে শিক্ষা বিকাশ-এর সম্পর্ক ওতপ্রোত জড়িত। ইউরোপীয় পণ্ডিত ক্লাইভ বেল তাঁর 'দ্য সিভিলাইজেশন' নামক তামাম দুনিয়া খ্যাত গ্রন্থে এমন উপলব্ধি আর অনুভব ব্যক্ত করেছেন। মুঘল আমলে জীবনজিন্দেগির সূক্ষ্মানুভূতির বিষয়গুলোর নিপুণ অনুশীলনের কথা ভেবে ঐতিহাসিক বর্গের বৃহদংশই এই জমানার সঙ্গে কার্ডোভা আর বাগদাদ-এর (খলিফা শাসনে) সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রত্যেক মুঘল বাদশাহের দরবারে কবি, শিল্পী, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা, চিন্তাবিদ, ভাস্কর, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, ইসলামি ধর্মতত্ত্ববিদ-এর সমাবেশ ছিল অপরিমেয়। বিস্ময় জাগাতে পারে এমন অগনন হস্তলিখন শিল্পীর উপস্থিতি লক্ষ্যযোগ্য হয়ে উঠেছিল। হরকিসিমের প্রভৃত 'কিতাব' রচিত হয়েছে। সেগুলো এই দক্ষ হস্ত লিখন শিল্পীরাই তো অতি যত্নে, ধৈর্যের সঙ্গে সংগ্রহযোগ্য করে তুলেছেন। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এই শিল্পীদের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর ফলেই মুঘল আমলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা পবিত্রতম কাজ বলেই বিবেচিত হোত। 'ক্যালিগ্রাফি' নামক একটি সরকারি বিভাগ তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

গ্রন্থাগার:

এই গ্রন্থশালা স্থাপনের বিষয়টি শুধুমাত্র 'গ্রেট মুঘলস' (১৫২৬-১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ) দের আগ্রহের বিষয় নয়। পরবর্তী মুঘল শাসকবর্গও (১৭০৭-১৮৫৭) নানান 'হুজ্জত-হাঙ্গামা' আর আর্থিক দুর্বলতা সত্ত্বেও 'কিতাবখানা'-র সযত্ন পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তার নজির অতি সহজেই উল্লেখ করা যেতে পারে। শেষতম মুঘলসম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর হাজারো তখলিফের মধ্যেও গ্রন্থাগার আর গ্রন্থপ্রেমের পরিচয় রেখেছেন। এই বাবদে কাহন না বললেই সন্দেহ উদ্রেকের কোন কারণ নেই। তাবৎ দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এমন লাইব্রেরিগুলোর অবস্থান ছিল মূলত দেহলি, আগ্রা, ফতেপুর, লাহোর, সেকেন্দ্রাবাদ, আজমির, নিজামাবাদ, আদিলাবাদ, জুনাগড় আর লাখনও ইত্যাকার নগরীগুলোতে।

প্রত্যেক মুঘল শাসক গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। বিষয়টি থেকে তাঁদের জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহের পরিচয়টি লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে। পুরো সাম্রাজ্যবাপী যে অজস্র কিতাবমহল স্থাপিত হয়েছিল তার পৃষ্ঠপোষকতা বাদশাহি উদ্যোগেই পরিচালিত হোত। অনিন্দ্যসুন্দর তরতাজা হস্তাক্ষর সম্বলিত অসংখ্য পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারগুলোর জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলেছিল। একজন আধুনিক সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে এমন সুবিশাল জ্ঞানভাণ্ডার আধুনিক যুগের কোন সুবিধার ব্যবহার করার সুযোগ না পেয়েও শুধুমাত্র ক্যালিগ্রাফির মারফত সংরক্ষিত হয়েছে তা ভেবে শ্রদ্ধায় শির নত হয়ে যায়। তিনি এর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন 'হিউম্যান পেশন্স', এবং 'গ্রেট হার্ডশিপস'। তার ফলেই সংরক্ষিত হয়েছে পুরোনো এই মহার্ঘ সম্পদগুলো।

মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষসিংহ জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রিঃ) একজন বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও কবি। সুসংস্কৃত এক মহান ব্যক্তিত্ব। ফার্সি, তুর্কি আর আরবি ভাষায় তাঁর অতলান্তিক জ্ঞান বিস্ময়াবহ। তাঁর জীবনস্মৃতির জন্য 'বাবুরনামাহ (ফার্সী)' (তুজুক-ই-বাবরি) তুর্কী (বাবরের মাতৃভাষা) তিনি সমঝদার ব্যক্তি বর্গের বিচারে 'প্রিন্স অব অটো-বায়োগ্রাফিস'। তিনিই হিন্দুস্তান'-এ মুঘল রাজকীয় গ্রন্থশালার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। অবসর পেলেই তিনি 'রয়াল লাইব্রেরি'-তে গিয়ে সময় অতিবাহিত করতেন। শুধু তাই নয় সেখানেই তিন শেরশায়রী-র চর্চা করতেন। 'মসনভি' চর্চা করতেন। গদ্য রচনাতে তাঁর কৌতূহলোদ্দীপক আগ্রহ ছিল। গ্রন্থাগারে সমবেত বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে বহুবিধ আলোচনাতেও সক্রিয় ভূমিকা নিতেন। আদতে তিনি শুধুমাত্র সাম্রাজ্যের একজন শাসক ছিলেন তাই নয় তিনি একজন বিদ্বান ও পূর্ণমানবও বটে।

ইসলামের বিজয়কাহিনীর ইতিহাসে মুহম্মদ বাবর অপ্রতিরোধ্য একজন সৈনিক। হিন্দুস্তান-এ একটি সুসংহত সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য 'ডেসটনি' বা 'কুদরৎ' তাঁকে মাত্র চারটি বছর বরাদ্দ করেছিল। তিনি সফল হয়েছিলেন। শাসন কাঠামো তৈরী করে দিয়েছিলেন আবার জ্ঞানচর্চার জন্য গ্রন্থাগারও নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। বস্তুত মহানায়ক বাবর-এর গ্রন্থশালা দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একদিকে রক্ষিত ছিল স্বদেশ ফরগনা থেকে আনীত গ্রন্থ। অন্যদিকে ছিল অধিকৃত দেশসমূহ থেকে সংগৃহীত গ্রন্থ। শেইখ সাদি-র 'গুলিস্তা', 'বোস্তা', মহাকবি ফিরদৌসির 'শাহনামা', নিজামির 'খামসা', আমির খসরুর 'মসনভি' এবং ইয়াজদির 'জাফরনামা' ইত্যকার গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলিপি তাঁদ্দর কিতাব-মহল-এর মর্যাদা আর আভিজাত্য বাড়িয়ে দিয়েছিল। স্পষ্ট করে বলা দরকার পুরুষসিংহ বাবর ছিলেন জ্ঞান ও জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় 'ডিসেন্ট' বিষয়গুলোর সমঝদার ভক্ত। অর্থাৎ একজন 'Connoisseur' হিন্দুস্তান-এ তিনি সুমিষ্ট ফল, উমদা, তরমুজ আর মিষ্টি পানি পেতেন না বলে আত্মজীবনীতে বা আত্মস্মৃতিতে বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছেন। 'ওয়াতান'-এর জন্য আফশোসও করতেন। ২৬ ডিসেম্বর, ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে শহর আগ্রায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে কিছু ঐতিহাসিক হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ)-কে 'Fugitive Prince' বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁরা একথা বলতে ভোলেন নি যে হুমায়ূন একজন মহাপণ্ডিত-মনীষী তুল্য ব্যক্তি (Studies Scholar) কিতাবপ্রেমী হুমায়ুন ইতিহাস, ভুগোল, জ্যোর্তিবিজ্ঞঙ্গন, আবহাওয়া ইত্যাকার বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য আন্তরিক আগ্রহ এবং কৌতূহলের পরিচয় রেখেছিলেন। হুমায়ুন বিশাল গ্রন্থশালা নির্মাণ করেন এবং বিস্তর গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। লালাবেগ-ওর্ফে বজবাহাদুরের কর্মদক্ষতায় 'কিতাবখানা'র সমস্ত বিষয় ছিল সুরক্ষিত আর সুপরিচালিত। যুদ্ধাভিযান কালেও হুমায়ুন তাঁর প্রিয় গ্রন্থ সমূহের একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার সঙ্গে নিয়ে যেতেন। 'তোওয়ারিখ-ই-তাইমুরিয়া' গ্রন্থের সংগ্রাহক ছিলেন সম্রাট হুমায়ুন স্বয়ং। গ্রন্থখানি পরবর্তীতে সুপণ্ডিত বেহজাদ বিশ্লেষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় সংস্করণও করেছিলেন হুমায়ুনের নির্দেশে।

'কানুন-ই-হুমায়ুনি', 'রিয়াজুল আদিইয়াহ', 'গোয়াহির-উল উলামা-ই-হুমায়ুনী' নামক গ্রন্থগুলোর পাণ্ডুলিপি তাঁর লাইব্রেরিতে সযত্নে রক্ষিত ছিল। শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে পারস্যে উদ্বাস্তর মতো ভ্রমণকালেও গ্রন্থাগারিককে সঙ্গে করে নিয়ে গেছিলেন। গ্রন্থাগার বা গ্রন্থশালা ছিল তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ঐতিহাসিক বেভারিজ আর কাউন্ট নোয়ের এবাবদে কিছু তথ্যের হদিশ তাঁদের লেখায় উল্লেখ করেছেন। দেহলির (দিল্লি) 'পুরানা কিলা'-য়, শেরশাহ' শেরমণ্ডল' নামে একটি প্রমোদ ভবন নির্মাণ করেন, কিন্তু হুমায়ুন পুনরায় সিংহাসনরোহনের পর ইমারতটিকে গ্রন্থশালায় রূপান্তরিত করেন। জীবনের শেষ দিন তিনি গ্রন্থাগারের সিড়ি থেকে বিচ্যুত হন এবং এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। বাদশাহ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি:) শিল্প ও সাহিত্যের মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

অধ্যাপক এন.এন.ল লিখছেন, 'দ্য এমপেরর টুক মাচ ডিলাইট ইন দ্য কালেকশান অব বুকসহ ইন হিস্ট্রি' আবুল ফজল (ড. ভিনসেন্ট স্মিথ-এর মতে মুঘল রাজসভার ফ্রান্সিস বেকন) 'আইন-ই-আকবরি'-তে লিখেছেন যে বাদশাহ আকবরের লাইব্রেরি নানাভাগে বিভক্ত ছিল। গ্রন্থাদির বিষয় সম্পর্কে গ্রন্থাগারিক সম্রাটকে ওয়াকেফহাল করতেন। তাঁর পছন্দের বইগুলো তাঁকে পড়ে শোনানো হতো। বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থের জন্য আলাদা আলাদা তাক বরাদ্দ ছিল। ফার্সি, আরবি, হিন্দি, কাশমিরিয়ান, গ্রীক ইত্যাকার ভাষার গ্রন্থগুলি যত্নসহকারে রক্ষিত হয়েছে।

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পুনরায় যোগ্য ব্যক্তিদের দিয়ে লিখিয়ে তিনি গ্রন্থাশালার কলেবর বৃদ্ধি করেন। হারেমের মধ্যেও মহিলাদের জন্য পুস্তক পাঠের বা লেখার জন্য সরঞ্জাম মওজুদ করে রাখা হতো। মুঘল রাজপ্রাসাদের সুকন্যাবর্গ সাহিত্য চর্চার সঙ্গে ব্যাপক জড়িয়ে ছিলেন। গ্রন্থাগারের জন্যও অনুদান তাঁরা দরাজ হস্তে বরাদ্দ করতেন। সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গে এ বাবদে অন্যত্র বিশেষ আলোচনা করা গেছে।

গুজরাট, জৌনপুর, বাংলা, বিহার, কাশমির এবং দাক্ষিণাত্য অভিযানকালে অসংখ্য গ্রন্থ আকবর সংগ্রহ করেন। এগুলো লক্ষ্য করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. ভি. স্মিথ মন্তব্য করেছেন, খুব সম্ভবত এমন গ্রন্থ সংগ্রহ সমকালে ছিল না, এমনকি পরবর্তীতে দুনিয়ার কোথাও দক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠেনি। মন্তব্যটি তর্ক-প্রবোচক। আদতে ড. স্মিথ বিষয়টির প্রতি গভীর গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন।

বাদশাহ আকবর মূল পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের প্রশ্নে বিশেষ সতর্ক আর সজাগ থাকতেন। সুদৃশ্য ক্যাটালগে গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, ক্রমিক নং, সময়কাল উল্লেখ করে সযত্নে গ্রন্থাগারে রক্ষিত হতো। বইপত্তর তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথমত ছিল কাব্য, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোর্তিবিদ্যা আর সংগীত সংক্রান্ত গ্রন্থাদি, দ্বিতীয়ভাগে ছিল ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, সুফিবাদ, গ্রন্থবিজ্ঞান এবং জ্যামিতি বিষয়ক গ্রন্থাবলী, তৃতীয় অর্থাৎ শেষ পর্যায়ে ছিল পবিত্র কুরআনের তফসির (Commentaries on the Holy Quran), হাদিস (The Sayings of the Prophet) আইন আর ধর্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থসমূহ। ধর্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থসংরক্ষণে সংকীর্ণ কোন দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল ছিল না। প্রত্যেকটি ধর্মের গুরুত্ববাহী গ্রন্থগুলো পরম মর্যাদার সঙ্গে সংরক্ষিত ছিল। ড. অধ্যাপক ইরফান হাবিব এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, মুঘল যুগের সঙ্গে আধুনিকতার বিষয়টির সম্পৃক্ততা নিয়ে। একটি সেক্যুলার অ্যাটিচ্যুড'-এর উপাদান তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন।

আগ্রা দুর্গের অষ্টভূজীয় মিনারের পাশে একখানি অতীব মূল্যবান ইমারতের মধ্যে রাজকীয় গ্রন্থাগারের অবস্থান ছিল। এই লাইব্রেরির তত্ত্বাবধায়ক ইনায়েতউল্লাহ সিরাজি ছিলেন একজন সুপণ্ডিত আর বিচক্ষণ ব্যক্তি। তৎকালীন বিদ্বৎসমাজে তাঁর মান্যতা ছিল অশেষ। আব্দুল কাদির বদায়ুনী গ্রন্থাগারের উন্নয়নের পরিকল্পকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। 'আখলাক-ই নাসিরি', 'কিমায়া ই-সাদাত', 'গুলিস্তা', 'বোস্তা' ইত্যাকার গ্রন্থ সম্রাট আকবরকে পাঠ করে শোনানো হতো। এছাড়াও আমির খসরু, জামি আর খাকানি-র রচিত সাহিত্যে রাজিও ব্যাপক পাঠকপ্রিয় ছিল।

আকবরের গ্রন্থাগারে অজস্র অনুবাদগ্রন্থ গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছিল। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং উভয়ের ভাবধারা আর চিন্তাচেতনা বিনিময়ের জন্য বাদশাহ আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ধর্মশাস্ত্র রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, রাজতরঙ্গিনী, পঞ্চতন্ত্র ফার্সি ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল। এতদ্ বিষয়ক গ্রন্থাদি তৃতীয় ভাগে রক্ষিত হতো। 'ওয়াকিয়াত-ই- বাবরি', 'তোওয়াবিখ-ই রাশিদি', 'মুয়াজাম-উল্-বুলদান', 'বাদশাহনামাহ' এবং 'হাযাত-উল-হাইওয়ান'-এমনবিধ গ্রন্থও ফার্সি ভাষায় অনুদিত হয়ে গ্রন্থাগারে মর্যাদার সঙ্গে রক্ষিত হয়েছিল। আকবরের নির্দেশে পবিত্র বাইবেলের এক বিরাট অংশ 'দাস্তান ই মসিহা' নামে ফার্সি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং গ্রন্থাগারে পবিত্র কুরআন-এর পাশে রক্ষিত হয়েছিল। 'ইসলামি-কুতুব-খানে' শীর্ষক একটি গ্রন্থ থেকে কিছু তথ্য ইতিহাসবিদরা সংগ্রহ করেছেন, তার থেকে জ্ঞাত হওয়া গেছে যে ১৫০০০ হাজার (পনের হাজার) পাণ্ডুলিপি আকবরের হুকুমে পুনরায় লিখিত হয়েছিল। সেগুলো ছিল সুদৃশ্য আর মনোরম। কি অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারে লিপিকারবর্গ অসীম প্রশংসার যোগ্য এই কাজগুলো করেছিলেন। 'দরবারনামাহ', 'চেঙ্গিজনামাহ', 'জাফরনামাহ', 'দাস্তান-ই-আমির হামজা', 'তোয়ারিখ-ই-খানদান-ই তাইমুরিয়াহ' ইত্যাকার গ্রন্থগুলো নবসাজে অলংকৃত হয় এবং গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হয়েছিল। 'রাজমনামাহ'-র পাণ্ডুলিপি আকবর অবিশ্বাস্য রকমের বিপুল মূল্যে ক্রয় করেছিলেন। এই মহামূল্যবান 'কিতাব' খানি বর্তমানে জয়পুরে রক্ষিত আছে। এমনবিধ বিস্ময়কর গ্রন্থ সংগ্রহের বিষয়টি নিরীক্ষণের সুবাদেই ড. ভিনসেন্ট স্মিথ খুব সম্ভব ওপরের মন্তব্যটি করেছিলেন। মুঘল জমানার অন্যতম বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মুল্লাহ বদায়নির একটি বর্ণনা থেকে এই তথ্যটি পাওয়া গেছে যে মহাপণ্ডিত ফৌজিরব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে ৪৬০০ খানি (চার হাজার ছ'শো) গ্রন্থ ছিল। এই সমস্ত গ্রন্থগুলো ছিল-সাহিত্য, দর্শন, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, ঔষধ বিজ্ঞান, অংক, রসায়নবিদ্যা, সংগীত, চিত্রকলা, শিল্প আর আইন সংক্রান্ত। হেকিমি চিকিৎসা পদ্ধতি সংক্রান্ত গ্রন্থ আর উদ্ভিদ সম্পর্কে পর্যবেক্ষনের কিতাবগুলো খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। বিদেশি পর্যটক মানরিক আর ডি. লায়েটের বিবরণ থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে যে আকবরের মৃত্যুর সময়ে বাদশাহি গ্রন্থাগারে ২৪০০০ (চব্বিশ হাজার) গ্রন্থ ছিল। মজবুত বাঁধাই, উত্তম প্রচ্ছদ গ্রন্থগুলোর 'পরমায়ু' বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই মহামূল্যবান গ্রন্থগুলোর দাম নির্ধারণ আজ আর সম্ভব নয়। বোধহয় বাস্তবোচিতও নয়।

প্রকৃতি আর সৌন্দর্যপ্রেমিক জাহানগির (১৬০৫-১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ) একজন উন্নত রুচির মানুষ (Man of Refined Culture) স্বভাব কবি। অশেষ শিক্ষিত আর গ্রন্থকীটও বটে। ইসলামি, হিন্দু আর খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থাদি এবং ফার্সি কবিতা প্রখর মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করতেন। 'তুজুক-ই-জাহানগিরি' তাঁর মহত্তম সাহিত্যে নির্মাণ। গ্রন্থপ্রেম ছিল তাঁর জন্মগত। তিনিও এক সুবিশাল গ্রন্থশালা'র প্রতিষ্ঠাতা। ইতিহাস, ভূগোল আর জীবনীগ্রন্থের প্রতি তাঁর 'অবসেশন' প্রবাদ বাক্যের মতো। অত্যন্ত উচ্চমূল্যে বহু গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি ক্রয় করে তাঁর গ্রন্থাগারের বিপুল করে তোলেন। মার্টিন একটি তথ্য দিচ্ছেন এই ভাবে, জাহানগির একখানি মূল্যবান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির জন্য ৩০০০ (তিন হাজার) স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করতে সামান্যতম দ্বিধা করেননি। মার্টিন তৎকালীন হিসেবে ১০, ০০০ (দশ হাজার) পাউণ্ডের হিসেব দিয়েছেন। 'রনজাত-উল-আহবাব', 'তফসির-ই-হুসেনি', 'তফসির-কাশশাফ', 'ইকবালনামাহ-ই-জাহানগিরি' এবং 'জাবদাত-উল-তোয়ারিখ' নামক গ্রন্থগুলো তাঁর সংগ্রহে ছিল। অভিজ্ঞাতশ্রেণি (দ্য মুঘল নোবিলিটি) এই কিতাবগুলো পড়ার সুযোগ পেতেন।

মকতব গাঁ লাইব্রেবির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। বাদশাহ জাহানগির গুজরাট অভিযানকালে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার সঙ্গে নিয়ে গেছিলেন। এই তথ্য অনুবাদ মারফত দিয়েছেন, রজার্স এবং বেভারিজ। 'ইসলামি কুতুব খানে' জাহানগিরের লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা উল্লেখ করেছে ৬০,০০০ (যাট হাজার)। সম্রাট জাহাঙ্গিরর এবং গ্রন্থশালায় 'ইউসুফ-জুলেইখা' গ্রন্থখানিও মওজুদ ছিল। মির আলি 'Prince of Calligraphers' নামে খ্যাত ছিলেন। আলি ওপরোক্ত গ্রন্থখানির নয়া পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন। সেই সময়ে পাণ্ডুলিপিটির মূল্য ছিল ১০০০ স্বর্ণমোহর। এই মহামূল্যবান পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে পাটনার 'খুদাবখশ' লাইব্রেরিতে মওজুদ রয়েছে। সুলতানজাদা কামরান রচিত 'দিওয়ান' খুদাবশ লাইব্রেরিতে রয়েছে। 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' নামক গ্রন্থখানিও পাটনার খুদাবখশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত।

UGC (Arihant Page 286

শাহজাহানের রাজত্বকাল (১৬২৮ খ্রি:-১৬৫৮ খ্রি:) বর্ণময় আর জাঁকজমকের জন্য (Pomp & Splendour) খ্যাত। শীলচাঁদ 'তাফরিহ-উল-ইমরাত' নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, শাহজাহান সাহিত্য আর শিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগ আর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন। গ্রন্থ সংগ্রহ তাঁর প্রায় বাতিকের পর্যায়ে পড়েছিল। সুকুমার অনুভূতিগুলো চর্চার জন্য তিনি আগ্রহসহকারে অর্থ মঞ্জুর বা বরাদ্দ করতেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক যদুনাথ সরকার বলছেন, শাহজাহানি ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থ (Travelogue) সুফি-সম্প্রদরবেশের জীবন বৃত্তান্ত আর মহানবী হযরত মোহাম্মদ (শান্তি) এর জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানতে সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তাঁর গ্রন্থাগারে এমনবিধ কিতাব-এর ব্যাপক সংগ্রহ ছিল। মুহাম্মদ আমিন কাজুয়নি, তবতবাই, আবদুশ হামিদ লাহোরি আর ওয়ারিশ লিখিত 'পাদশাহনামাহ'-র পাণ্ডুলিপি মুঘল জমানার ইতিহাসবিষয়ক মহা সম্পদ। এঁরা প্রত্যেকেই পাদশাহনামাহ' নামক গ্রন্থ নির্মাণ করেছিলেন। তৎকালীন মুঘল ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে 'পাদশাহনামাহ' এক বিশ্বস্ত দলিল। তামাম দুনিয়ার বিদ্বৎসমাজ 'পাদশাহনামাহ' নামক সিরিজের গ্রন্থগুলোকে ইতিহাসের যথার্থ উপাদান হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন। 'ফারহাঙ ই রশিদি', 'মুন্তাখাব উল লুবাব', 'শাহিদ-ই সাদিক', আর জিকর-ই-শাহজাহানি' নামক তাৎপর্যপূর্ণ আর গুরুত্ববাহী কিতাবগুলো শাহজাহান-এর গ্রন্থাগারের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। 'শাহজাহান অশেষ জ্ঞানচর্চার স্পৃহা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন একখানি বিশ্বকোষ। গ্রন্থাগারের বিষয় সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা, পরিকল্পনা আর কিতাব সংগ্রহ, সংরক্ষণের জন্য তিনজন সুদক্ষ গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করেছিলেন। আবদুর রহমান, মীর মুহাম্মদ সাহেল্ এবং ইনায়েত খাঁ দক্ষতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রাজকীয় মোহর আর শাহজাহান-এর স্বাক্ষর সম্বলিত কতকগুলো পাণ্ডুলিপি কোলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি'-তে সংরক্ষিত রয়েছে। 'মজলিশ-ই-খামসা' (সম্রাট শাহজাহান-এর স্বাক্ষরসহ) বেং 'শাহেনশাহনামাহ' নামক গ্রন্থদ্বয় পাটনার 'খুদা বশ' লাইব্রেরিতে সযত্নে রক্ষিত।

আওরঙ্গজীব (ঔরঙ্গজেব, আওরঙ্গজেব) (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ) সম্পর্কে হাজারো কিসসা ছড়িয়ে রেখেছে রক্ষণশীল জাতিয়তাবাদী ঐতিহাসিকবর্গ। কিন্তু তাঁর বিদ্যাবত্তার প্রশ্নে সংকোচহীন প্রশংসা করেছেন। তাঁদের সার্বিক মূল্যায়ন হচ্ছে, 'আওরঙ্গজেব ওয়াজ অ্যান এমিনেন্ট এডুকেশানিস্ট'। তিনি যে পণ্ডিতপ্রবর সে কথা স্বীকারে কোন দ্বিধা নেই।

আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক একটি গ্রন্থ 'মিরাত-উল-আলম' থেকে সংগৃহীত কিছু তথ্যে দেখা যাচ্ছে তিনি 'তফসির', 'ফিকাহ', 'হাদিস' এবং সর্বোপরি পবিত্র কোরাণ-এর পাণ্ডুলিপি সর্বোত্তম যত্নে রক্ষা করতেন। আইন শাস্ত্রে তাঁর প্রখর এবং তীক্ষ্ণ ব্যুৎপত্তি 'মিথ' বা কিংবদন্তীর পর্যায়ে পড়ে। 'ফতোয়া-ই-আলমগিরি' (The Greatest digest of Muslim Law made in India), 'রাক্কাৎ-ই-আলমগিরি', 'তুহফাৎ-উল-হিন্দ', 'নিজাম-উল-নগ্ন', 'তোয়ারিখ-উল্-দিলখুশ', 'ফুতুয়াৎ-ই-আলমগিরি' এবং 'খুলাসাৎ-উৎ-তোয়ারিখ' নামক জগদবিখ্যাত গ্রন্থগুলো আওরঙ্গজেবের 'কিতাবখানা'র 'ট্রেজার'। উপরে উল্লিখিত শেষ চারখানি গ্রন্থের লেখক ছিলেন যথাক্রমে লালবিহারি, ভীমসিং, ঈশ্বরদাস এবং সুজন রায়। এই চারজনই ছিলেন 'মুঘল নোবিলিটি'র সদস্য। তারা আওরঙ্গজীবের অনিঃশেষ প্রশংসা করেছেন। শেখ আবদুল ওয়ালি, কাবিল খাঁ এবং সৈয়দ আলি খাঁ আওরঙ্গজীবের গ্রন্থাগারের দায়িত্বে ছিলেন। আল-কুরআন-এর। আরঙ্গজীবের স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি অতি যত্নে আর পরম মর্যাদা সহকারে বিশেষ প্রকোষ্ঠে রাখা হোত। উপরন্তু কিছু পাণ্ডুলিপি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে অর্থের বিনিময়ে বিক্রিও করেছিলেন। সেগুলোর সন্ধান অজ্ঞাতই রয়ে গেলো।

মুঘল রাজপ্রাসাদের মহিয়ষী মহিলাদের মধ্য থেকে উত্থিত কয়েকজন বিশিষ্ট নারী; যেমন গুলবদন বেগম, সলিমা সুলতানা, নুর-জাহান, মমতাজমহল, জাহান-আরা, রওশানআরা, সফিউনিসা, জেবিন্দা বেগম সর্বোপরি জেবউনিশা বেগম ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র, অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগারের অধিকারিনী ছিলেন। সাহিত্যের নানা শাখাপ্রশাখায় তাঁদের প্রতিভার প্রকাশ লক্ষ্যযোগ্য হয়ে রয়েছে আজও। এঁরা প্রত্যেকেই উন্নত সাহিত্যবোধের পরিচয় রেখেছেন। তাঁদের লিখিত সাহিত্যরাজি এখনও পঠিত হয়ে থাকে।

শেষ কথা:

মুঘল বাদশাহ আমির ওমরাহ আর বাদশাহজাদি নির্মিত, প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত গ্রন্থাগার সম্পর্কে 'ইন্দো-ইরানিকা'র একদা সম্পাদক খাজা মুহাম্মদ ইউসুফ-এর বীক্ষণ আর উপলব্ধি হচ্ছে এই রকমের- "দেয়ার ক্রেজ ফর বুকস অ্যান্ড লাইব্রেরিজ বেয়ার টেসটিমনি টু দেয়ার রিফাইন্ড অ্যান্ড ম্যাগনিফিসেন্স অব টেস্ট।" শুধুমাত্র গ্রন্থাগার আর জ্ঞানচর্চার বিষয় নয়, সিয়াশত (রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে) সম্পর্কিত তামাম বিষয়ে মুঘল শাসকবর্গ তাঁদের উন্নত রুচি, প্রগতি আর উদার অসাম্প্রদায়িক 'হুকুমত'-এর অনুসরণযোগ্য নজির রেখেছেন।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা

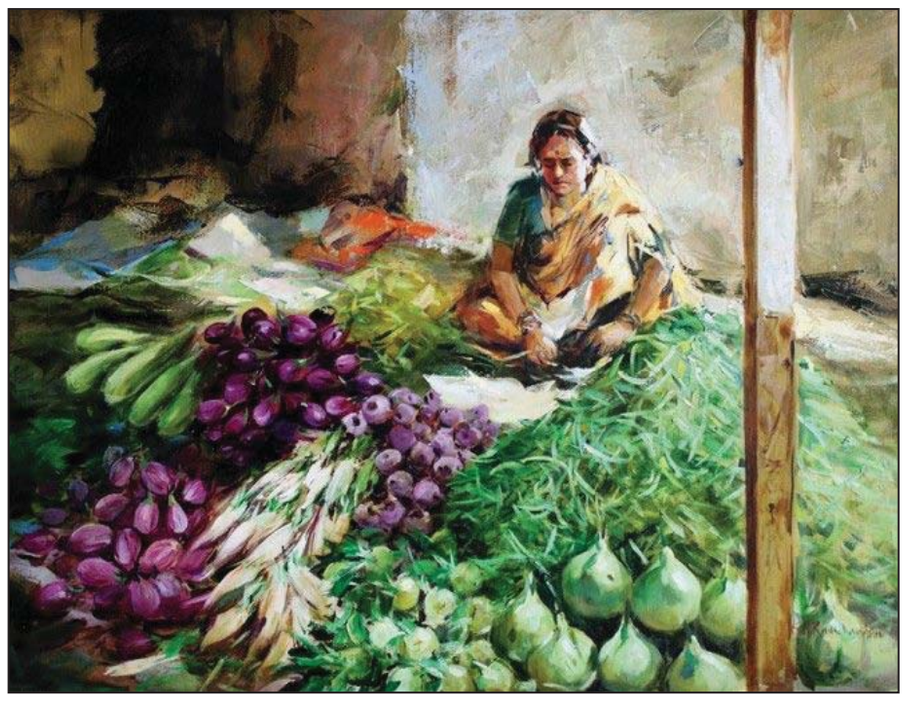

সামজিদা খাতুন

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর"---
সমাজ আঙ্গিনায় বহুল সমাদৃত কবির এই বাণী।
আর ইসলাম ধর্মের মর্মকথা--' এক নফস্ এই এসেছে দুইজন '।
দায়িত্ব কর্তব্যের ভুবনে ছিল না কোনো বিভাজন; তা সমাজ নামক পরিকাঠামোরই সৃজন। তাই এই সামাজিক রূপায়ণ; মেলবন্ধন ও অর্থনৈতিক নিগূঢ় তত্ত্বে নারী কিভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করলেন যুগে যুগে ও ভবিষ্যতের উন্নত অর্থনীতির রূপরেখা নির্মাণে -- তার ভূমিকার গ্রাফ নির্মাণ প্রসঙ্গেই, আজকের এই অবতারণা।
নারী ও পুরুষ হলেন সভ্যতার দুটি চাকা; স্বভাবতই দুই চাকায় সমান ভাবে চলা উচিত; নতুবা সভ্যতার প্রগতি সমান্তরালে হবে না; যোজ্যতার সমীকরণ অন্তত তাই ই বলে। পরিসংখ্যানের বিচারে নারী - পুরুষ প্রায় সমান - সমান। তাই স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষা - দীক্ষা - ব্যবসা - বাণিজ্য - কৃষি - শিল্প - সর্ব ক্ষেত্রে ই নারী - পুরুষের কাজের ব্যালান্স জরুরী। শুধু মাত্র সন্তান প্রতিপালনেই নারীর দায়িত্বের পরিবৃত্ত টানা উচিত নয়।
তবে একথা ঠিক যুগ যুগ ধরে নারী উপেক্ষিত। তবে প্রাচীন ইতিহাসের রূপরেখা তে ফিরলেও দেখা যায় কাজের পরিবৃত্তে নারী পিছিয়ে ছিল না। ঐতিহাসিক অনুমান প্রায় 9500 খ্রিস্টপূর্বাব্দে নব্য প্রস্তর যুগে নারী প্রথম শস্য বপন করে খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদক হিসাবে সৃষ্টির জগতে বিপ্লব আনে। শিক্ষাক্ষেত্রে দেখেছি মৈত্রী, আত্রেয়ী দেবীকে। শুদ্ধ মন্ত্র পাঠে ঘোষা, অপলা, বিশ্ববারা। যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া যায় সুভদ্রা প্রমিলা প্রমুখের নাম।
মধ্যযুগের ব্যবসায়ী নারী রানি রেগমেন্ট।, সমাজ ও অর্থনীতিতে অ্যাবেস বা রানি রেগমেন্টের ঐতিহ্যগত ভূমিকা যথেষ্ট অবদান রাখে ইউরোপে কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর উন্নয়নে। ইতালিতে চিকিৎসক ট্রোটা, সালের্নো। দশ জন ধনী নারী-- আমেরিকান বিজনেস ম্যাগাজিন ফোবর্স অনুযায়ী ---
১) ফ্রাঁসোয়াস বেতন কুঁ মেয়ার -
২)সুসান ক্লাটেন
৩)জিনা রাইনহার্ট
৪)আইরিশ ফন্টবোনা প্রমুখ।
ভারতের ব্যবসায়ী মহিলা -- নমিতা থাপার, গজল আলঘ, সোমা মন্ডল প্রমুখ।
তাই অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে নারী এগিয়ে চলেছে উপেক্ষা কে বারবার হার মানিয়ে। নারী নিজের যোগ্যতার প্রমাণের নিরিখে জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক জেন্ডার গ্যাপ সূচকের শীর্ষ ১১০ এর মধ্যে স্থান পেয়েছে আমাদের ভারতবর্ষ। তবে প্রসঙ্গত বলতেই হয় এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ সর্বাগ্রে রয়েছে। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য মুর্শিদাবাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, হোটেল - রেস্টুরেন্ট বিজনেসেও নারীরা সমাজ ও অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বীরভূমের নারীদের সূচের কাজ, বাঁকুড়ার টেরাকোটা, মুর্শিদাবাদ এর বিভিন্ন উদ্যোগ - পুতি, শোলা, কাঁচ, পাথর, বাঁশের কাজে নারীদের ভূমিকা উদাহরণ যোগ্য ; যা সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক। আর বিশ্ববাজারে সমাদৃত দার্জিলিং টি (মকাই বাড়ি টি স্টেট) শিল্পে নারী দের ভূমিকা অভাবনীয়।
তাই নারী কে উপেক্ষা নয়, সাথে নিয়ে চলার অঙ্গীকার আজ বড়ই জরুরী। নইলে পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। যদিও এক্ষেত্রে সরকারী বিভিন্ন নীতি প্রশংসার দাবি রাখে। নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে আন্তর্জাতিক সনদ বা Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)। সংবিধানের আলোকে ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) গৃহীত হয়েছে। আর এই সমস্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ণে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে তখনই যখন প্রত্যেকটি পরিবার ও সমাজের অগ্রগন্য ব্যক্তিত্বরা তা অনুধাবন করবেন এবং দায়িত্ব প্রাপ্ত টিম গঠন করে বেশি বেশি সেমিনার, আলোচনা সভার আয়োজন করবেন সমাজের প্রতি স্তরের মানুষের মধ্যে এই সচেতনতার বার্তা পৌঁছানোর জন্য। । নারী কে বাদ দিয়ে সমাজের, দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ণ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন -১) এন জি ও সংস্থা, ২) পরিবারের প্রধান৩) সমাজের প্রধান ৪) শিক্ষা বন্ধু, শিক্ষক, শিক্ষিকা ৫) সমাজসেবক ৬) পঞ্চায়েত/ পুর প্রধান ৭) মাওলানা, কারী, আলেম, হাফেজ -- প্রত্যেক কমিউনিটির মানুষ কে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে হবে ও আলোচনা সভা, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে নারীদের শিক্ষার উন্নয়ন ও কাজের ক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি করতে হবে। আর সরকারী তরফে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন জরুরী। তবেই দেশ ও সমাজ দেখবে এক নতুন আকাশ

নিরুত্তর

মোহাম্মদ আব্দুর রহমান

পৃথিবীতে প্রিতিটি মুহূর্তে ঘটে চলেছে অজস্র ঘটনা। এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা বিবেককে নাড়িয়ে দেয়। আর বিবেক নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে। কিসের জন্য ঘটল এই ঘটনা ? বিবেক খুঁজে বেড়ায় তার উত্তর। কিন্তু কোন উত্তর মেলে না। শুধু প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে যায়। যদিও সমাজের উজ্জ্বল নক্ষেত্র গুলো এই সব প্রশ্নের উত্তর অল্প সময়ে বের করতে পারবেন। কিন্তু সেই সব প্রশ্ন গুলো তাঁদের বিবেক পর্যন্ত পৌঁছায় না।
বকুল তলা বাজার সংলগ্ন স্কুলের আসে পাশে কয়েক দিন ধরে একটি মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এলাকার কেউ কেউ তার পরিচয় জানার জন্য মহিলাটিকে প্রশ্ন করে। সে ইশারায় অনেক কিছু বলে চাইলেও কেউ বুঝতে পারে না তার মনের ভাষা। আসলে সে ছিল একটি বোবা মহিলা। এই এলাকার কেউ জানে না মহিলাটি কোথা থেকে এসেছে ? এখান থেকে জন্ম হয় অনেক অনেক উত্তরবিহীন প্রশ্নের?
মহিলাটির বয়স খুব জোর চল্লিশ বছর হবে। তার চুলগুলি এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও তার মুখটা যেন চাঁদের মত সুন্দর। যেন মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে চাঁদের আলো। তার পরনের বস্ত্র জীর্ন হলেও তাকে দেখে মনে হয় কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য হবে। যেন তার চোখ দুটি সমাজের দিকে আঙ্গুল তুলে বলে আমি মানুষ হলেও কিছু সভ্য মানুষের জন্য অসহায় হয়ে পথে পথে ঘুরছি। তবে কিছু সমাজ প্রেমী মানুষের প্রশ্ন জাগে তাদের বিবেকের ভেতর। তবে কি পরিবারে কেউ পরিকল্পিত ভাবে ছেড়ে গেছে ? তাদের দায়িত্ব থেকে বাঁচার জন্য। না সে রাস্তা ভুল করে চলে এসেছে ? নানান প্রশ্ন কিছু সমাজ প্রেমী মানুষের মনে মাঝে জমা হতে থাকলেও আসতে আসতে এলাকার সাধারণ মানুষ তাকে অপনজন মনে করতে শুরু করে। সে যেন তাদের সমাজের একজন। ফলে যে যার মত তাকে সাহায্য করে।
রাতে মহিলাটি স্কুলের বারান্দায় থাকে। সকাল হলে গ্রামের দিকে চলে যায়। সে যেহেতু কোন মানুষের ক্ষতি করে না তাই সবাই তাকে খুব ভালোবাসে। গ্রাম থেকে কিছু খাবার সংগ্রহ করে আবার ফিরে আসে স্কুলের আসে পাশে। আর সে সব সময় স্কুল পরিষ্কার করে রাখার জন্য চেষ্টা করে।
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাগজ গুলি তুলে ডাসবিনে ফেলে দেয়। যেনো স্কুলটি ছিল তার বাড়ি। আর সে সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সরকারি প্রতিষ্ঠানকে কেমন করে আপন মনে করতে হয়। বিলিয়ে দিতে হয় জীবনের কিছু সময়।
কয়েক বছর এভাবে কাটার পার কেউ কেউ লক্ষ করে মহিলাটি গর্ববতী। না হলে পেট বাড়ছে কেন ? প্রথমে অনেকেই এসব বিশ্বাস করতে চাইনি। কিভাবে সে গর্ববতী হতে পারে?সে তো বিবাহিত নয়। তবে কিছু দিনের ব্যবধানে এক সময় সবাই নিশ্চিত হয়ে যায় আসলেই তার পেটে বাচ্চা আছে। আবারও অনেক প্রশ্ন জাগে সকলের মনের ভেতর। মহিলাটির পেটের ভেতর যে বাচ্চা আছে তার বাবা কে ?কোন অমানুষ মানুষের রূপ ধারন করে এমন কাজ করেছে ? সে কি পশুর চেয়েও অধম ? তার কি পাপবোধ নেই ? তবে একটি প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া যায় না .
আসতে আসতে মহিলাটির বাচ্চা প্রসবের সময় চলে আসে। তখন কিছু সমাজ সচেতন লোক তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আর তার সকল ঘটনা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানায়। হাসপাতালে অনেক লোকজন আসা যাওয়া করে। একজন লোক জানতে পারে এই ঘটনাটি। আবার সেই লোকটির কোন ছেলে মেয়ে হয়নি। সে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানায় মহিলার পেটে যে বাচ্চা আছে তাকে সে দত্তক নিতে চায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মহিলাটিকে যারা রেখে গেছিল তাদের সাথে কথা বলেন। বাচ্চাটির ভবিষৎ-এর কথা ভেবে তারা সবাই লোকটির প্রস্তাব মেনে নেয়। তারা সবাই আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নেয় যে মহিলাটি বাচ্চা প্রসব করলে তখন তাকে ফুলের প্যাকেট দেখিয়ে বলতে হবে এটা তোর পেটের ভেতর ছিল।
লোকটি মহিলাটির জন্য রোজ কিছু না কিছু ফল নিয়ে যায়। মহিলাটি ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকায়, নিশ্চয় মহিলাটির মনে প্রশ্ন হয়। এই লোকটিই কেন রোজ তার কাছে ফল নিয়ে আসে ? অবশই এই প্রশ্নের উত্তর সে পাইনি। সে তো জানতো না লোকটি তার পেটের বাচ্চার জন্য এমন করছে। ঠিক এক দিন সেই সময় চলে আসে। মহিলাটি একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়।
মহিলাটির জ্ঞান ফিরে আসে তখন সে আসে পাশে খুঁজতে থাকে তার বাচ্চাকে। সে বাচ্চাকে দেখতে না পেয়ে তার অশ্রুভেজা চোখ ফ্যাল ফ্যাল কর চারি দিকে তাকায়। তখন একটি কর্তব্যরত নার্স পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে ফুলের প্যাকেট দেখিয়ে বলে এটা তোর পেটের ভেতর ছিল। তবুও মহিলাটি বার বার নিশ্চয় সে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে তার বাচ্চা কোথায় ? যদিও সে জানে এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। তবে সে তো মা। সন্তান হারানোর ব্যথা তাকে জাপটে ধরেছে। তার চোখ দিয়ে অনবরত নৈঃশব্দে অশ্রু ঝরে পড়ে।

বাংলা মিডিয়াম

শংকর সাহা

ওপাড়ার মুখুজ্জ্যে বাড়ি। জমিদারিটি হয়তো নেই আজ তবে হাবভাবে যেন ষোলো আনা জমিদারিটি আজও বজায় আছে। হরোনাথ মুখুজ্জ্যের একমাত্র ছেলে অগ্নি পেশায় ব্যাঙ্ককর্মী। বিদিতা অগ্নির স্ত্রী। পুত্র ,নাতি পুত্রবধূকে নিয়ে হরনাথ মুখুজ্জ্যের সোনার সংসার। বিদিতা যেন সবসময় নিজেকে পাশ্চাত্যের ধাঁচেই গড়ে তুলতে চায়। অগ্নি ও বিদিতার একমাত্র ছেলে শন। শুধুই নামেই না সবকিছুতেই ছোটো থেকে ছেলেকে সবার থকে আলাদা করে মানুষ করতে চেয়েছেন। বড় হয়ে ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর স্বপ্ন যেন বিদিতার মাথায় চেপে আছে।
সেবার শন যখন প্রথম স্কুলে ভর্তি হয় তখন স্কুলে ভর্তি করা নিয়ে শ্বশুর মশাইয়ের সাথে প্রায় খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যায় বিদিতার কারণ সে মনে করে মাসে দশ হাজার টাকা টিউশন ফি দিয়ে ইংরেজী স্কুলে না পড়ালে সমাজে স্ট্যাটাস থাকবে না । ছেলেকে কথায় কথায় ইংরেজী বলাও শিখে দিয়েছে বিদিতা। তার হাবভাব দেখে মাঝেমধ্যে অগ্নি নিজেও রেগে যায়।
সেদিন ছিল শনের জন্মদিন। বেছে বেছে শনের স্কুলের সম্ভ্রান্ত পরিবারের বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছে বিদিতা। সন্ধ্যায় রাতে মুখুজ্জ্যে বাড়িতে পার্টি। পাঁচ বছরের শনের কাছে তার জন্মদিনের চাকচিক্যতা হয়তো নিজেও বুঝে উঠতে পারছেনা। বাহারী সব আয়োজন। সন্ধ্যের পরে একে কে সব গেস্টরা আসতে শুরু করেছেন। এদিকে শনকে শিখিয়ে রেখেছে গেস্টদের সামনে মাকে মম বলে ডাকতে। আসলে সব যে বড়লোক পরিবারের লোকেরা এসেছেন আজ। তখন প্রস্তুতি চলছে কেক কাটার। এদিকে বিদিতা গেস্টদের নিয়েই ব্যস্ত। জন্মদিনের কেকটি কাঁটার পরেই শন মা মা বলে ছুটে যায় বিদিতার দিকে । ছেলের মুখে মম না শুনে মা ডাক শুনেই রেগে যায় সে । শনকে বারে বারে বোঝাতে যায় মম বলে সকলের কাছে ডাকতে। এমন সময় শাশুড়ী হিমলতাদেবী শনকে কোলে তুলে নিয়ে বলেন, 'বউমা, সন্তানের মুখে মা ডাকটাই যে আসে মা। তোমরা আজকালকার মানুষগুলো যতই আধুনিক হওনা কেন মা এই মা ডাক যে সবার নাড়ির টান। ওকে মা বলেই ডাকতে দাও? ' ঠাম্মার কোলে বসে শন কেঁদে ফলে। এদিকে সবাই অবাক হয়ে বিদিতার দিকে তাকিয়ে থাকে। লজ্জা ও সঙ্কোচে সে বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে শাশুড়ীমায়ের কথাগুলো।

ডুবন্ত তরী

অশোক কুমার হালদার

গরীরের জীবন এক ডুবন্ত তরী,
কখন ঋণের দায়ে ডুবে যায়।
কখন বা ভেসে উঠে ডেও পিঁপড়ে ন্যায়
এই ভাবে গরীরের জীবন উঠা-পড়া হয়।
তাই তো গরীরের জীবনে নাহি থাকে ভয়।
গরীরের জীবনে জমা খরচের হিসাব নাই,
জমা এক ধরনের বন্দি
সেখানে থাকে জমা-ওয়াসিলের ফন্দি
ডুবু ডুবু ডুবন্ত জীবন তরী
সে তরী বাঁচিয়ে রাখতে হয়
নইলে থাকে ডুবে যাওয়ার ভয়
গরীরের জীবন এক ডুবন্ত তরী
কখন ঋণের দায়ে ডুবে যায়
কখন বা ভেসে উঠে ডেও পিঁপড়ের ন্যায়
এই ভাবে গরীরের জীবন উঠা-পড়া হয়।

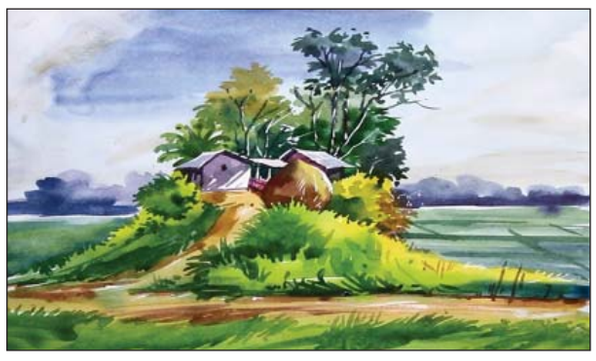

ভাঙা ছন্দ

সুরাবুদ্দিন সেখ

নেই আর বৃক্ষরোপণ--
তাই সবুজ পৃথিবী নেই আর
রূপকজল সবুজের ভুষ্টিনাশ, ধরা যেন মরুদ্যান।
মোরা সবুজ বিদায় দিয়ে কালোকে অভিবাদন
চিরাগ নিভিয়ে তিমির,বোকা মানবজাতি!
নদীর ভাঙন ভেঙে প্লাবনকে আহব্বান
ভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য বর্তমান সমাজ
যেদিন একটি সবুজকণা রবে না
সেদিন পৃথিবীর পতনের আবির্ভাব।

ছড়া-ছড়ি

রক্ষক-ই ভক্ষক

আসগার আলি মণ্ডল

রক্ষক আজ হয়েছে ভক্ষক
মেতেছে সুখের নেশায়
কাটমানিতে পকেট ভরায়
মন নেই নিজ পেশায়।
ভুঁড়ির ভরে কেউ বেসামাল
একটু হাঁটলেই হাঁফায়
চোর-বদমাস এদের জোরেই
সমাজটা আজ কাঁপায়।
গাড়ি-বাড়ির নেইতো অভাব
তবুও আরো চাই
গাঁটের কড়ি হয়না খরচ
গরীব মেরে খায়।
কলা-মুলো চোরকে ধরে
লকাপেতে পেটায়
নেতার শত বদ কর্ম
কড়িতেই মেটায়।

আশায় মরে চাষা

সংগ্রাম সাহা

কৃষকদের ঠাট্টা করে
বল না চাষা
ওরাই হলো আমাদের
বাঁচার ভরসা।
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
সোনার ফসল ফলায়
সঠিক দাম না পেয়ে
মরে খিদের জ্বালায়।
এত দুঃখের মাঝেও
বেঁচে থাকার আশা
তাই বুঝি কথায় বলে
আশায়□মরে চাষা।

ডাক

জাহাঙ্গীর আলম

তার ডাক আজও ভুলিনি!
সুযোগ পেলেই স্মৃতি রোমন্থন করি।
ইচ্ছে হয় চলে যাই তার মায়াবী সান্নিধ্যে
এত ব্যস্ততারও মধ্যে।
কথারা ব্যস্ত থাকে ঝগড়ায়
ঝিমিয়ে পড়ে
নীরবে চুপ হয়ে যায়।
নিয়মের বাঁধা জীবনে নাভি:শ্বাস ওঠে
আবার নতুন করে দম চাই দম..
সে যেন কুলকুল স্বরে
অবিরাম ডেকে চলেছে
তার ডাক কি এড়ানো যায় !
শান্তির খোঁজে আপন রাস্তায়
শুধু তার সান্নিধ্য পাওয়ার আশায়
যদি পাওয়া যায় একটু দম..

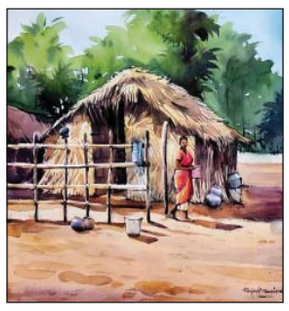

স্মৃতি পট

এম ওয়াহেদুর রহমান

স্মৃতির ফাটলে আগলে রয়েছে
অঙ্গীকারের কথামালা ,
রঙিন স্বপ্ন এখন মরিচীকা ।
কত- শত ধ্বংসস্তূপে
আঁকা রয়েছে হাজারো ইতিহাস।
তুমুল স্মৃতির মতো পিছু ডাকছে
সমবেত কয়েকটি মানুষের দল,
কিন্তু কেউ কারো দিকে দেখছে না
ছুটে চলেছে আপন গতিপথে,
পার হয়ে যায় ধূসর অজানা দিগন্তে।
আর নয় সরিয়ে দাও....
সেই সব স্বপ্ন মরীচিকা
হতাশায় নয়, আফসোসে নয়,
বাস্তবতার কষ্টিপাথরের।
হে ঘুমন্ত মানুষ ওঠো .....
জাগো ফিরিয়ে আনো
পথহারা পথিকের আলো।

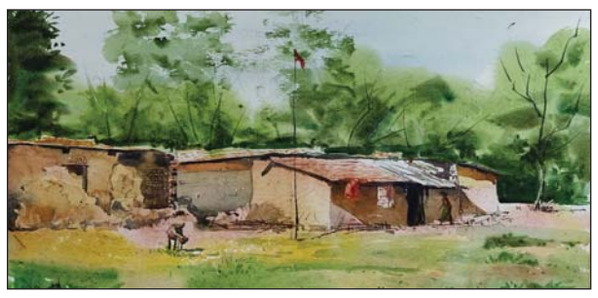

কাল

মোঃ ইজাজ আহামেদ

পৃথিবীটা আজ নিদারুণ যন্ত্রণায় ভুগছে,
তার দেহ ক্লিষ্ট বিবিধ ব্যাধিতে;
মানুষের মনও আজ পীড়িত;
সাম্প্রদায়িকতা,শোষণ,অত্যাচার,রাজত্ব করছে মানুষের মনের রাজ্যে;
তারা দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে মনের পথে পথে,
মনের এক দেশ থেকে আরেক দেশ জয় করে চলেছে অনায়াসে;
সম্প্রীতির, মানবতার সৈনিকরা দুর্বল হয়ে পড়েছে;
থামাতে পারছেনা তাদেরকে।
আমার বিশ্বাস আবার সম্প্রীতির,
মানবতার সৈনিকরা শীঘ্রই শক্তিশালী হয়ে উঠবে;
নিজেদের দেহ-মনে মানবতার-সম্প্রীতির সালোক সংশ্লেষ করবে;
তাদের পথ অবরুদ্ধ করে পরাজিত করবে।
যুগে যুগে কত পরাশক্তির উদ্ভব হয়েছে
কিন্তু কালের নিয়মে তাদের পতন ঘটেছে;
ইতিহাসের ডি এন এ তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।
সময় প্যানেসিয়া নিয়ে এসে সকলকে আরোগ্য করবে;
সময়ের নেফ্রন তাদের শোধন করে পরিশুদ্ধ করবে।
মানবতার,সম্প্রীতির সুগন্ধে ধরণী ভরে উঠবে।

উঁইপোকা

বাহাউদ্দিন সেখ

গাছের চাম ছিলে নিচ্ছে কেউ কেউ
সেবনের জন্য– যেন সেই গাছ দারুচিনি!
আবারো কেউ কেউ গাছের কাঠ গুলো যেন
গুড়ি করে দিচ্ছে ,ভেতরে ভেতরে উঁইপোকা।
কাঠের ভেতর যেন ফাঁপিয়ে তুলছে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে কাঠের গুঁড়ো।
মনে হচ্ছে–ভেতরে ভেতরে ধ্বংস এই কাঠ ,
এই কাঠে জল প্রবেশের দ্বারা ঘুন ধরালো উঁইপোকা।
এই কাঠ আর কাঠ নয় এই গাছ আর গাছ নয়!
যেন মিশে যাচ্ছে মাটিতে শেকর গাছের কাঠ।

২০৩৪ বিশ্বকাপে আয়োজনে আনুষ্ঠানিকভাবে বিড করেছে সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: ২০৩৪ বিশ্বকাপের আয়োজক হতে সৌদি আরবের পথটা যে পরিষ্কার সেটা জানা গিয়েছিল গত বছর অক্টোবরে। বিশ্বকাপ আয়োজনে সৌদি আরবের প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়া প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর সৌদিই ছিল এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের একমাত্র প্রার্থী। সে ধারাবাহিকতায় এবার বিশ্বকাপ আয়োজনের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বিড'-এর কার্যক্রম শুরু করেছে সৌদি আরব। তবে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় ব্যাপারটি এখন শুধুই আনুষ্ঠানিকতা।

বিডের প্রচারণায় সৌদি আরব ফুটবল ফেডারেশন 'গ্রোয়িং. টুগেদার' নামে একটি স্লোগানও প্রকাশ করেছে। সে সঙ্গে প্রচারণার জন্য একটি লোগোও বের করা হয়েছে। এই লোগোয় বিভিন্ন রঙে রাঙানো ফিতা দিয়ে লেখা '৩৪' সংখ্যাটি। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণার অংশ হিসেবে বেশ কিছু পোস্ট দিয়েছে সৌদি ফুটবল ফেডারেশন।

বিডের প্রচারণায় প্রকাশ করা ৫০ সেকেন্ডের একটি ভিডিওও পোস্ট করেছে সৌদি আরব ফুটবল ফেডারেশন (এসএএফএফ)। যেখানে শুরুতেই দেখা যায়, আর্জেন্টিনার বিপক্ষে কাতার বিশ্বকাপে সৌদি আরবের জয়ের মুহূর্তটি। এরপর দেখা মেলে আল নাসরের হয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো 'সিউ' উদ্‌যাপনের এবং সতীর্থের সঙ্গে আল হিলালের জার্সিতে নেইমারের গোল উদ্‌যাপনও। ভিডিওতে দেখা যায় করিম বেনজেমাকেও। এ ছাড়া বিশ্বকাপে নিজেদের ঐতিহাসিক মুহূর্তকেও এই ভিডিওতে তুলে এনেছে তারা। নিজেদের এই প্রচারণায় তারা মূলত 'আবেগ, স্পিরিট এবং সৌদি আরবের ফুটবল-বৈচিত্র্য'কে উদ্‌যাপন করেছে। এক বিবৃতিতে এসএএফএফ বিড ইউনিটের প্রধান হামাদ আলবালাউই বলেছেন, 'এই প্রচারণা সৌদি আরবের ৩ কোটি ২০ লাখ মানুষের আশা এবং স্বপ্ন দ্বারা চালিত হয়েছে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ফিফার কাছে সম্ভাব্য সেরা বিড জমা দেওয়া এবং আমাদের দেশকে গর্বিত করা। পাশাপাশি অ্যাসোসিয়েশনের ১৩০ সদস্য, যারা আমাদের ওপর আস্থা রেখেছে, তাদের প্রত্যাশাও পূরণ করার বিষয়টিও রয়েছে।'

এর আগে গত বছরের অক্টোবরে এক খবরে বিবিসি জানিয়েছিল, বিশ্বকাপ আয়োজনে প্রার্থিতা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার ব্যাপারে ফিফা-ঘোষিত সময়সীমা ফুরোনোর কয়েক ঘণ্টা আগে অস্ট্রেলিয়া নিজেদের সরিয়ে নেয়। সে সময় ফুটবল অস্ট্রেলিয়া জানায়, 'আমরা ২০৩৪ বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' শুরুতে অবশ্য সৌদি আরব আগ্রহী ছিল মিসর এবং মরক্কোকে নিয়ে ২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজনে। কিন্তু গত বছর জুনে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে তারা। ফলে শতবর্ষীয় বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পায় স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কো, যেখানে তিনটি ম্যাচ আয়োজন করবে দক্ষিণ আমেরিকা। এরপর সৌদি আরবের ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজনে জন্য বিড করার খবর সামনে আসে। কিন্তু মহাদেশীয় রোটেশনের কারণে এই বিশ্বকাপের জন্য কেবল এশিয়া এবং ওশেনিয়া অঞ্চলের দেশগুলো বিশ্বকাপের আয়োজক হতে পারবে বলে জানায় ফিফা। এ পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে ইন্দোনেশিয়ার বিড করার খবরও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু গত ১৯ অক্টোবর সবাই সৌদি আরবের বিডকে সমর্থন দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়। এ বছরের শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে আয়োজক দেশের নাম জানাবে ফিফা।

একটি সংস্করণে খেলবেন, অন্যটি পারবেন না, এটা বলার সুযোগ নেই: সৌরভ

আপনজন ডেস্ক: ঈশান কিষান ও শ্রেয়াস আইয়ারকে নিয়ে তোলপাড় চলছে ভারতের ক্রিকেটে। রঞ্জি ট্রফি না খেলায় দুই ক্রিকেটারকে নিজেদের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ দিয়েছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। তবে ইএসপিএন ক্রিকইনফো গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত প্রতিবেদনে অন্য দাবিও করেছে। চলতি ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে খেলার জন্য কিষানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল বিসিসিআই। কিন্তু কিষান নাকি খেলতে রাজি হননি।

ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো দাবি করেছে, কিষান ও আইয়ার ফিট ছিলেন এবং জাতীয় দলের খেলাও ছিল না। এমন অবস্থায় তাঁরা নিজ নিজ রাজ্য দলের হয়ে না খেলায় চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে ঘটনা যেটাই হোক, আসল ব্যাপার হলো দুজনেই লাল বলের ক্রিকেট খেলতে অনাগ্রহ দেখিয়েছেন। আর খেলোয়াড়দের বেড়ে ওঠায় লাল বলের ক্রিকেট খেলার গুরুত্ব নিয়েই 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করেছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও বিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী। কিষান ও আইয়ারের ব্যাপারে সৌরভ বলেছেন, সম্ভবত এই প্রথম লাল বলের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে অসম্মতি জানাল কেউ। হাতে সময় থাকলে জাতীয় দলের সবাই ঘরোয়ায় খেলেন বলে দাবি করেন সৌরভ। এ প্রসঙ্গে তাঁকে বলা হয়েছিল, আইপিএল সামনে রেখে ভারতের তরুণ ক্রিকেটারদের প্রজন্ম সম্ভবত সাদা বলের খেলাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। যদিও ভারতের টেস্ট দলে খেলার সুযোগটাও কিন্তু সবাই পায় না...।

সৌরভের উত্তর, 'ওরা দুজনেই লাল ও সাদা বলের ক্রিকেট খেলতে পারে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের পাশাপাশি আইপিএল ক্যারিয়ারও বড় হবে তাতে। দুটির সূচি তো আর সাংঘর্ষিক না। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট শেষ হওয়ার পর আইপিএল শুরু হতে মাঝে প্রায় এক মাস সময় থাকে। তাই আমি

কোনো সমস্যা দেখি না। অনেক উঁচু মানের খেলোয়াড় টেস্টের পাশাপাশি সাদা বলেও খেলেন।' সৌরভ এ বিষয়ে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুলদের উদাহরণও টেনেছেন। এরপর অন্য দেশের ক্রিকেটারদের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'মিচেল মার্শ অস্ট্রেলিয়ার লাল বলের প্রধান ক্রিকেটার। হ্যারি ব্রুক লাল বলের ক্রিকেট খেলে। ডেভিড ওয়ার্নার প্রচুর টেস্ট খেলে এবং সে কিন্তু সাদা বলেও অন্যতম সেরা। এমনকি আমাদের সময়েও শচীন (টেন্ডুলকার), রাহুল (দ্রাবিড়) এবং আমি টেস্টের পাশাপাশি সাদা বলেও খেলেছি। তাই এ কথা বলার সুযোগ নেই যে একটি সংস্করণে খেলবেন, অন্যটি পারবেন না।'

আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালসের ক্রিকেট পরিচালকের দায়িত্বে আছেন সৌরভ। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল রঞ্জি ট্রফির পারফরম্যান্সকে কতটা মূল্যায়ন করে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। সৌরভ জানিয়েছেন, রঞ্জি থেকে সাদা বলের ক্রিকেট–সবকিছুই বিবেচনা করা হয়। ভারতের তরুণ ক্রিকেটাররা রাজ্য দলে 'ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট'-এর ব্যাপারও সামনে টেনে এনেছেন। অর্থাৎ, প্রচুর খেলার চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন তরুণেরা। সে জন্য বেছে বেছে খেলার ভাবনাটা আসছে।

কিন্তু সৌরভ এ ব্যাপারে একমত হতে পারেননি, 'সত্যি বলতে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটি ফাস্ট বোলারদের জন্য। ব্যাটসম্যানদের এটা কেন দরকার হবে? বুমরার বিশ্রামের ব্যাপারটা মানা যায়। জেমস অ্যান্ডারসনও ১৬০টির বেশি (আসলে ১৮৬টি) টেস্ট খেলেছে। তাহলে ক্যারিয়ারের শুরুতে কোন ওয়ার্কলোড সামলানোর কথা বলা হচ্ছে? আমি এখনো মনে করি, ভারতীয় ক্রিকেটের মান অসাধারণ।'

সৌরভ যেহেতু দিল্লির ক্রিকেট পরিচালক, তাই ঋষভ পন্তের প্রসঙ্গও উঠেছিল। ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার পর সুস্থ হয়ে এবারের আইপিএল দিয়ে মাঠে ফিরবেন পন্ত। দিল্লির অধিনায়ক হিসেবে মাঠে ফেরার কথা থাকলেও মৌসুমের প্রথমভাগে তিনি উইকেটকিপিং করবেন না। সৌরভ তাঁকে নিয়ে বলেছেন, 'জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি (এনসিএ) ওকে ৫ মার্চ খেলার ছাড়পত্র দেওয়ার পর আমরা অধিনায়কত্ব নিয়ে কথা বলব। ওর বিষয়ে সাবধানতার সঙ্গে এগোচ্ছি। কারণ, সামনে অনেক লম্বা ক্যারিয়ার পড়ে আছে। আর উইকেটকিপিংয়ে কুমার কুশাগ্রা আছে। রিকি ভুইয়ের মৌসুমও ভালো কেটেছে। এ ছাড়া শাই হোপ ও ক্রিস্তান স্টাবসও আছে।'

২২ মার্চ আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের মুখোমুখি হবে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। পরদিনই পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে দিল্লি ক্যাপিটালসের অভিযান।

সিটির বিপক্ষে ম্যাচের আগে ইউনাইটেড কোচ টেন হাগ: 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই'

আপনজন ডেস্ক: ২৬ ম্যাচে ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে এ মুহূর্তে ম্যানচেস্টার সিটির অবস্থান দ্বিতীয়। অন্যদিকে একই শহরের ক্লাব একসময়ের প্রতাপশালী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড শিরোপা লড়াই থেকে ছিটকে পড়েছে অনেক আগেই। সমান ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে ইউনাইটেড আছে তালিকার ষষ্ঠ স্থানে।

এ অবস্থায় আগামীকাল পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে দুই নগর প্রতিপক্ষ। এই ম্যাচের আগে আজকের সংবাদ সম্মেলনে ইউনাটেড কোচ এরিক টেন হাগকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি সিটির বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে ভয়ে আছেন কি না! এই প্রশ্নের উত্তরে টেন হাগ বলেছেন, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলা সিটিকে কেন ভয় পাচ্ছেন না, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন টেন হাগ, 'তারা ভালো দল। কিন্তু আরও অনেক ভালো দল আছে।' টেন হাগ বিশেষ করে বলেছেন ২৬ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা লিভারপুলের

কথা।

সংবাদ সম্মেলনে ইউনাইটেডের ডাচ কোচ টেন হাগ বলেছেন, 'গত মৌসুমে তারা সবকিছু জিতেছে। কিন্তু আমরা জানি, এটাই চ্যালেঞ্জ। লিভারপুলও খুব ভালো দল। এ ছাড়া আরও অনেক ভালো দল আছে। আমরা চ্যালেঞ্জ পছন্দ করি এবং তাদের চ্যালেঞ্জ জানাতে উন্মুখ আমরা।'

মৌসুমের প্রথমার্ধে গত বছর খেলা ২০ ম্যাচের মধ্যে ৯টিতেই হেরে যাওয়া ইউনাইটেড অবশ্য নতুন বছরে কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এ বছর এখন পর্যন্ত খেলা ৬ ম্যাচের একটিতেই হেরেছে তারা। সেই হারটিও অবশ্য এসেছে সর্বশেষ ম্যাচে।

মোটামুটি ছন্দে থাকা অবস্থায় সিটির মাঠে খেলতে যাওয়ার আগে টেন হাগ বলেছেন, 'আমরা প্রতিটি ম্যাচই জিততে চাই। এটাই আমাদের মানসিকতা। কারা আমাদের প্রতিপক্ষ, তা কোনো ব্যাপার নয়। আপনি সব সময়ই সেরাদের বিপক্ষে খেলতে চাইবেন।'

আজ যেভাবে বদলে যেতে পারে ফুটবল

আপনজন ডেস্ক: বলা হয়, ফুটবলের যাত্রা নন্দন থেকে বন্ধনের দিকে। সেই বন্ধনে ফুটবল কিছুটা সৌন্দর্য হারালেও এর ফলে এসেছে নিয়মতান্ত্রিকতা ও শৃঙ্খলা। এর মধ্য দিয়ে ফুটবলে মানবিক ভুলের পরিমাণও অনেকটা কমে গেছে। ফুটবলের বদলে যাওয়া চিত্রটি আরও নতুন রূপ নিতে পারে আজ থেকে। আজ স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড (আইএফএবি) গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিধির প্রবর্তন নিয়ে বৈঠকে বসবে।

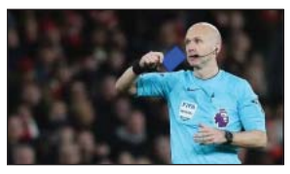

এ বৈঠকে ম্যাচের কোনো ঘটনায় রেফারির সঙ্গে কথা বলা, নীল কার্ডের ব্যবহার এবং রেফারির শরীরে ক্যামেরা বসানোসহ নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মূলত মাঠে খেলোয়াড়দের আচরণ উন্নত করা এবং রেফারির সম্মান রক্ষার্থে নেওয়া হবে এসব উদ্যোগ। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে তা শুধু রেফারির অবস্থানকেই দৃঢ় করবে না, বরং ফুটবলেও সামগ্রিক বদল নিয়ে আসবে। এই বৈঠক ফলপ্রসূ হলে আগামী মৌসুম থেকে কোনো দলের কিছু বলার থাকলে কেবল অধিনায়ককে রেফারির সঙ্গে কথা বলতে দেখা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের প্রতিবাদ শাস্তিযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং হলুদ কার্ড দেখানো হবে। পাশাপাশি আধা স্বয়ংক্রিয় অফসাইড প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে আজ, যা কিনা রেফারির সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে।

'আমরা মেসিকে বেশি খাটাচ্ছি', বললেন মায়ামি কোচ মার্তিনো

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসির কাছ থেকে অনেক বেশি প্রত্যাশা করছে ইন্টার মায়ামি–কথাটা মায়ামিরই কোচ জেরার্দ মার্তিনোর। মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) আগামীকাল বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত সাড়ে তিনটায় 'ফ্লোরিডা ডার্বি'তে অরল্যান্ডো সিটির মুখোমুখি হবে মায়ামি। তার আগে গতকাল সংবাদকর্মীদের এ কথা বলেন মার্তিনো।

এমএলএসে এবার নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে অপরাজিত মায়ামি। রিয়াল সল্ট লেকের বিপক্ষে জয়ের পর গত রোববার লস অ্যাঞ্জেলস গ্যালাক্সির বিপক্ষে মেসির গোলে ড্র করে মার্তিনোর দল। চলতি মাসে ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে ব্যস্ত সূচি ৩৬ বছর বয়সী মেসির সামনে। মার্তিনো তাই বলেছেন, আটবার ব্যালন ডি'অরজয়ী মেসির ওপর থেকে খেলার চাপ কমানো প্রয়োজন। অন্যভাবে বললে, সব ম্যাচেই মেসিকে না খেলিয়ে মায়ামির একটা ভিন্ন পথ বের করা প্রয়োজন বলে মনে করেন মার্তিনো।

সংবাদকর্মীদের মার্তিনো বলেছেন, 'আমার মনে হয় সর্বশেষ দুই ম্যাচে সে (মেসি) অনেক শক্তি খরচ করেছে। কিন্তু আমার দায়িত্ব হলো দলকে এমনভাবে পরিচালিত করা, যেন আমরা তার কাছ থেকে সেরাটা নিতে পারি।'

রিয়াল সল্ট লেক এবং লস অ্যাঞ্জেলস গ্যালাক্সির বিপক্ষে মায়ামি মেসির ওপর বেশি নির্ভর করেছে বলেও মনে করেন মার্তিনো, 'তার (মেসি) সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে দিনের পর দিন কেমন খেলছে এবং কীভাবে আবারও চাঙা হয়ে উঠছে, সেটা নিয়েই আমার ভাবনা বেশি। আমার মনে হয় প্রথম দুই ম্যাচে আমরা তার ওপর একটু বেশিই নির্ভর করেছি। যে কারণে দুটি ম্যাচেই তার ক্লান্তিটা বোঝা গেছে।'

মায়ামির আক্রমণভাগে স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজের পেছনেই খেলেন মেসি। নির্দিষ্ট কোনো ভূমিকা নেই, গোল করা থেকে গোল বানানোর পাশাপাশি খেলাও তৈরি করেন। এতে স্বাভাবিকভাবেই পরিশ্রম বেশি হয়। মার্তিনো মনে করেন, মায়ামির এমন পথ খুঁজে বের করতে হবে যেন মেসিকে গোলের কাছাকাছি খেলানো যায়, '(গত মৌসুমে) অরলান্ডের বিপক্ষে লিগস কাপে সে আক্রমণভাগে বল পেয়ে ফিনিশ করেছে। (বক্সের) ভেতর থেকে গোল করেছে। এটাই আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে–খেলা তৈরির পাশাপাশি সে যেন বেশি বেশি গোলও করতে পারে।'

এবার খাজাকে ব্যাট থেকে সরাতে হল ঘুঘুর স্টিকার

আপনজন ডেস্ক: উসমান খাজা যে ব্যাট নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন, তাতে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু ইনিংসের মাঝপথে ব্যাট পরিবর্তন করতে গিয়ে বেঁধেছে বিপত্তি। পরিবর্তিত ব্যাটে ছিল একটি ঘুঘু পাখির স্টিকার।

ঘুঘুটি একটি জলপাই গাছের শাখায় বসে আছে–স্টিকারটি ছিল এমন। বহুকাল আগে থেকেই মানুষ ঘুঘুকে শান্তি ও নির্মলতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। প্রাচীন গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীতেও এর উল্লেখ আছে। এটিকে এখন মানবাধিকারের প্রতীকও মনে করা হয়। কিন্তু আইসিসির আইন অনুযায়ী, অনুমতি ছাড়া খেলোয়াড় এবং ম্যাচ অফিশিয়াল বার্তাসংবলিত কোনো পোশাক ও সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারবেন না। তাই স্টিকারটি ব্যাট থেকে সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হন খাজা।

আজ নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ওয়েলিংটন টেস্টের তৃতীয় দিনে সকালের সেশনে এই ঘটনা ঘটেছে। নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে গতকাল ২ উইকেটে ১৩ রান তুলে দিন শেষ করেছিল অস্ট্রেলিয়া। খাজা অপরাজিত ছিলেন ৫ রানে। ৩৭ বছর বয়সী ওপেনার কাল যে ব্যাট দিয়ে খেলেছেন, আজও সেটা নিয়েই নেমেছিলেন।

কিন্তু ১৯তম ওভারে সেই ব্যাটে চিড় ধরলে নতুন ব্যাট চেয়ে পাঠান খাজা। একাদশের বাইরে থাকা ম্যাট রেনশ খাজার কিট ব্যাগ থেকে একাধিক ব্যাট নিয়ে মাঠে যান। সেখান থেকে তিনি একটি ব্যাট বেছে নেন। কিন্তু তাতে ঘুঘুর স্টিকার থাকায় ব্যাটিং চালিয়ে যেতে পারতেন না। বাধ্য হয়ে স্টিকারটি তুলে ফেলেন। নতুন ব্যাট দিয়ে খেলতে নেমে

বেশি দূর এগোতে পারেননি খাজা। মধ্যাহ্ন বিরতির আগে অফ স্পিনার গ্লেন ফিলিপসের বলে চড়াও হতে গিয়ে ব্যক্তিগত ২৮ রানে স্টাম্পড হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসও বেশি দূর এগোয়নি। পার্ট টাইমার ফিলিপসেরই ক্যারিয়ারসেরা বোলিংয়ে (৫/৪৫) সফরকারীরা ১৬৪ রানে অলআউট হয়ে নিউজিল্যান্ডকে জয়ের ৩৬৯ রানের লক্ষ্য দেয়।

খাজার সঙ্গে আইসিসির মতবিরোধ নিকট অতীত। এর শুরুটা গত বছর ডিসেম্বরে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে। গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি বাহিনীর নৃশংসতায় প্রতিবাদমুখর হন খাজা। ফিলিস্তিনিদের প্রতি আকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে পার্থে সিরিজের প্রথম টেস্টে স্লোগানসংবলিত জুতা পরে খেলতে চেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার। জুতায় লেখা ছিল 'স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার' ও 'সবার জীবনই গুরুত্বপূর্ণ'।

কিন্তু বিষয়টিকে 'রাজনৈতিক' ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করে খাজাকে স্লোগানসংবলিত লেখা নিয়ে খেলার অনুমতি দেয়নি আইসিসি। বাধ্য হয়ে সাদা টেপ দিয়ে স্লোগান দুটি ঢেকে রাখতে হয় তাঁকে। পরে খাজা কালো বাহুবন্ধনী পরে খেলতে নামেন। এতেও আপত্তি তোলে আইসিসি।

মেলবোর্নে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামার আগে আবার আলোচনায় আসেন খাজা। এবার কোনো স্লোগান বা কালো বাহুবন্ধনী নয়, নিজের ব্যাটে ও জুতায় শান্তির প্রতীক পায়রার স্টিকার লাগিয়ে বক্সিং ডে টেস্ট খেলার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু খাজাকে সেই অনুমতিও দেয়নি আইসিসি।

গত ডিসেম্বরে পার্থ টেস্টে কালো বাহুবন্ধনী পরায় উসমান খাজাকে তিরস্কার করেছিল আইসিসি গত ডিসেম্বরে পার্থ টেস্টে কালো বাহুবন্ধনী পরায় উসমান খাজাকে তিরস্কার করেছিল আইসিসিএক্স সতীর্থ মারনাস লাবুশেনকে ধর্মীয় প্রতীক ইগলের স্টিকার পরে খেলার অনুমতি দেওয়া হলেও শান্তির প্রতীক পায়রায় আইসিসির আপত্তি কেন–এ নিয়ে প্রশ্নও তুলেছিলেন খাজা। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার এমন দ্বিচারিতার সমালোচনা করেছিলেন তিনি।

সে ঘটনায় আইসিসি খাজার বিরুদ্ধে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছিল এবং ন্যূনতম শাস্তি হিসেবে ভর্ৎসনাও করেছিল। খাজা আপিল করলেও আইসিসি তাঁর সব যুক্তিতর্ক প্রত্যাখ্যান করে শাস্তি বহাল রাখে।

ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দিতে ভারত-পাকিস্তানই ভরসা: ক্রিস গেইল

আপনজন ডেস্ক: ক্রিস গেইল তাকিয়ে রয়েছেন ভারত ও পাকিস্তানের দিকে। রোহিত শর্মা-বাবর আজমদের হাত ধরে ক্রিকেট গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে, এমনটাই মনে করছেন গেইল। চলতি বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে জুন মাসে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রেও হবে খেলা। সেখানেই নিউইয়র্কে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ভারত ও পাকিস্তান খেলবে। সেই ম্যাচ ঘিরে শুরু হয়েছে উন্মাদনা। নতুন করে স্টেডিয়াম তৈরি করা হচ্ছে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেটের প্রচারে সব থেকে বেশি সাহায্য করবে বলে মনে করেন গেইল।

একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আইসিসি চাইছে ক্রিকেটকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে। যুক্তরাষ্ট্রে সেটাই হবে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এই মহাদেশে ক্রিকেটের প্রচারে সাহায্য করবে। নিউ =ইয়র্কে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে। ক্রিকেটের সব থেকে বড় ম্যাচ। এই দুই দেশের হাত ধরেই ক্রিকেট গোটা বিশ্বে আরো ছড়িয়ে পড়বে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সাহায্যে গোটা বিশ্বের বাজার ধরা সহজ হবে বলে মনে করেন গেইল। তিনি বলেন, ভারত-পাকিস্তান বিশাল বড় ম্যাচ। এই ম্যাচের হাত ধরেই ক্রিকেটের বাজার বাড়বে। আমেরিকা বড় বাজার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সফল হলে ক্রিকেটেরই লাভ।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**